Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadro 15, 1433 Bangla, August 30, 2026, Sunday, No. 236, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has pledged that his government would make utmost efforts to fulfil aspirations of martyrs of country's democratic movement. (Jago News: 11)

Tarique Rahman has issued directives to ease Dhaka's traffic congestion and modernize transport management. (R. Today: 19)

Home Minister has said, a special unit has been formed to recover looted and illegal firearms from across country. (Jago News: 12)

Agriculture Minister has informed that although Bangladesh has sufficient fertilizer stocks, an artificial crisis is being created by a vested quarter. (Jago News: 16)

Law, Justice and Parliamentary Affairs Minister has said, government will decide whether Bangladesh will join Mecca Defence Aggrement after considering all aspects of the matter. (R. Today: 20)

State Minister for Power, Energy and Mineral Resources has assured that country's power shortage is expected to be eased significantly by next summer. (R. Today: 21)

Power Development Board has said, the country is currently experiencing regular load shedding of around 2,500 megawatts per day due to less supply than demand. (BBC: 07)

Internationally recognized human rights expert Irene Zubaida Khan has taken charge as Bangladesh's new permanent representative to UN. (Jago News: 15)

Death toll in flash floods in Nepal has risen to above 600; search for survivors continues amid fears of further flooding. (BBC: 10)

Iran's Defence Ministry has said, the country will not stop strengthening its defensive capabilities. (R. Tehran: 10)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ১৫, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ৩০, ২০২৬, শনিবার, নং- ২৩৬, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদ ও ভুক্তভোগীদের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। (জাগো নিউজ: ১১)

ঢাকা শহরের যানজট নিরসন, ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সাতটি নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর। (রে. টুডে: ১৯)

লুট হওয়া ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ ইউনিট গঠন করা হয়েছে, জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ১২)

কৃষি মন্ত্রী বলেছেন, দেশে সারের কোনো সংকট না থাকলেও একটি মহল পরিকল্পিতভাবে সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। (জাগো নিউজ: ১৬)

আইনমন্ত্রী বলেছেন, মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশের সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে সবকিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। (রে. টুডে: ২০)

আগামী গ্রীষ্মে দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি অনেকটা কমে যাবে বলে আশাবাদ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর। (রে. টুডে: ২১)

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায়, বর্তমানে দেশজুড়ে নিয়মিত কমবেশি আড়াই হাজার মেগাওয়াট লোডশেডিং দিতে হচ্ছে দিনে। (বিবিসি: ০৭)

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকারকর্মী আইরিন জুবাইদা খান। (জাগো নিউজ: ১৫)

নেপালে আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়েছে, নতুন করে তৈরি হওয়া বন্যার আশঙ্কার মধ্যেই চলছে জীবিতদের সন্ধান। (বিবিসি: ১০)

ইরান তাদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা গড়ে তোলা থেকে কখনও পিছপা হবে না বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। (রে. তেহরান: ১০)

বিবিসি

গ্যাস, বিদ্যুৎ সংকটের দায় এড়িয়ে বিএনপি কী করছে?

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ছয় মাসে তেল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ নিয়েই সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি ও সংকট সামনে এসেছে। বাংলাদেশে গ্যাস, বিদ্যুৎ নিয়ে বহুদিন এরকম ভোগান্তির মধ্যে পড়েনি সাধারণ মানুষ। সরকারের পক্ষ থেকে চলমান সংকটের জন্য এলএনজি টার্মিনালে দুর্ঘটনা, ইরান যুদ্ধ এবং অতীতের সরকারের নীতির উপর দায় চাপানো হয়েছে। বিশ্লেষকদের অনেকেই অতীতের সরকারের নীতি এবং দুর্ঘটনার দায়ের সঙ্গে বর্তমান সরকারের ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন। জ্বালানি বিশ্লেষকরা বলছেন, বর্তমান তীব্র লোডশেডিংয়ের জন্য একদিকে জ্বালানি সংকট অন্যদিকে সরকারের ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা দুটোই দায়ী। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটে বিপর্যস্ত গ্রাম থেকে শহর। অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে শিল্প উৎপাদন, ব্যবসা বাণিজ্যে। ঘন ঘন লোডশেডিং মারাত্মক ভোগান্তির কারণ হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য। বৃহস্পতিবার বিকেলেও সারাদেশে লোডশেডিং সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যায়। এ বছর ১০ আগস্টে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৭৫৭ মেগাওয়াট লোডশেডিং হয়েছিল। বিএনপির নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর প্রথম ছয় মাসে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত মূল্যায়ন করে তেল-গ্যাস খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ বলেন, ছয় মাস কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য পর্যাপ্ত সময় নয়। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা আছে বলেন তিনি। "সরকার ছয় মাসে যে লক্ষণগুলো দেখাচ্ছে, এর একটা হচ্ছে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনো মনোযোগ আমরা দেখি নাই। গতিমুখ পরিবর্তনের কোনো চেষ্টা আমরা দেখি নাই এবং সংকটকে যথাযথভাবে শনাক্ত করে সেখান থেকে বের হওয়ার রাস্তা বের করার সেটার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ দেখতে পারছি না। আমরা উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি বরঞ্চ দেশি-বিদেশি কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ব্যবসা বাড়ানোর ব্যাপারে তাদের আগ্রহ।" পাওয়ার সেলের সাবেক মহাপরিচালক বি. ডি. রহমতউল্লাহ বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগের ঘাটতি দেখেন। তিনি বলেন, সরকার ৩১ সালের মধ্যে দশ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি কর্মসূচি দিচ্ছে কিন্তু তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবিলার পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। "যে-কোনো একটা ক্রাইসিসে যে-কোনো একটা খাতকে তিনটা প্রোগ্রাম নিতে হয়। একটা ক্রাশ প্রোগ্রাম, একটা মিডটার্ম প্রোগ্রাম এবং একটা লংটার্ম। ক্রাশ প্রোগ্রামটা কী তাদের এখনো জানে না। অনেকের সঙ্গে আমি আলাপ করি, তারা কোনো আইডিয়া করতে পারতেছে না- কীভাবে ইমিডিয়েটলি এই বিদ্যুৎ বিভ্রাট থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে। যারা এখানে বসে আছে পাওয়ার সেল আছে, বিদ্যুৎ বোর্ড আছে, অন্যান্য সংস্থা আছে বিদ্যুৎমন্ত্রী স্বয়ং এখানে ছিলেন। এই ক্রাশ প্রোগ্রামটা কী হবে, এইটা তারা জানে না।" অতীতে বিএনপি সরকারের আমলে বিদ্যুৎ খাতে বর্তমান মন্ত্রীর সঙ্গেই কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বি. ডি. রহমতউল্লাহ বলেন, এবার মন্ত্রীর কিছু বক্তব্যের বিষয়েও সমালোচনা হচ্ছে। "আগে তাকে দেখেছি, অসম্ভব দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে। অসম্ভব পরিশ্রম করতো। আমি একটা শুক্রবার রেস্ট পাই নাই ওনার জন্য। বলতো চলেন, সাইট দেখে আসবো। ওই যেরকম করতো, সেটাতো এখন নাই ওই ড্রাইভটাইতো নাই। মন্ত্রী কেন বানানো হইছে? জনগণ কেন ভোট দিছে? অদ্ভুত কথাবার্তা বলতেছে। কয়দিন আগে বললেন, গ্রামে লোডশেডিং হয় না। এটা একটা মন্ত্রীর কথা হইলো?"

বিএনপি সরকার কী করছে

বাংলাদেশে বর্তমানে আমদানি ও ক্যাপটিভ মিলিয়ে ৩৩ হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। এই সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিস্থিতি অনেকটা সহনীয় করা সম্ভব বলে বিশ্লেষকরা কেউ কেউ মনে করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর গত ছয় মাসে সরকার সাগরে গ্যাস অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছে। আরো এলএনজি আমদানির করতে নতুন টার্মিনাল নির্মাণে চীনের একটি কোম্পানির সঙ্গে জিটুজি ভিত্তিতে চুক্তি বিষয়ে তৎপরতা চলছে। এছাড়া দেশের গ্যাসের উৎপাদন বাড়াতে কূপ খনন এবং ও ভোলার গ্যাস পাইপলাইন তৈরির বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে সরকার জানাচ্ছে। আগামী ৫ বছরে বাংলাদেশে দশ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে। এছাড়া সরকার সোলার বিদ্যুৎ সম্প্রসারণে কাজ করছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে বাজেটে শুল্কমুক্ত সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বাজেটে এই ঘোষণার বাস্তবায়ন হয়নি বলে জানান ব্যবসায়ীরা। ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদে সরকার বিদ্যুৎ, জ্বালানি সংকট নিরসনে কীভাবে কাজ করবে, তার একটি রূপরেখা সংসদে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করবেন বলেও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। নতুন করে আরো কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ব্যাপারেও সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বরাত দিয়ে এমন খবর হয়েছে গণমাধ্যমে। গত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমদানি জ্বালানির উপর নির্ভরতা বেড়েছে। ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০০৯ সাল থেকে বিদ্যুতের তীব্র সংকট সমাধানে আওয়ামী লীগ সরকার জরুরি আইন করে রেন্টাল, কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে। এছাড়া এলএনজি, কয়লা ও ডিজেল ফার্নেস অয়েল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে। বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে জরুরি আইন করে দরপত্র ছাড়াই বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়। ওই সময়েও অধ্যাপক আনু মুহাম্মদসহ অনেকে আওয়ামী লীগ সরকারের বিদ্যুৎ জ্বালানি নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। এখন বিএনপি সরকার বলছে, আমদানি নির্ভরতার কারণে রিজার্ভে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, অতিরিক্ত জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ভর্তুকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে চাইলেই রাতারাতি সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। জ্বালানি খাতে বর্তমান

পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অন্তত দুই বছর সময় লাগবে বলেও সরকারের নীতি-নির্ধারকরা বলছেন। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সরকার চলমান লোডশেডিংয়ের ভোগান্তি লাঘবে দ্রুত কার্যকর কোনো সমাধান বের করতে পারেনি। বর্তমান সক্ষমতা দিয়েই অতীতে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি লোডশেডিং সহনীয় পর্যায়ে ছিল। এমনকি অন্তবর্তী সরকারের সময়ে পরিস্থিতি এত খারাপ হয়নি। অবশ্য অন্তবর্তী সরকারের পদক্ষেপেরও সমালোচনা আছে।

এত সংকট কেন?

বিদ্যুৎ খাতে বর্তমান সরকার কিছু বাস্তব সমস্যার মধ্যে পড়েছে বলে জ্বালানি খাতের বিশ্লেষকরা উল্লেখ করছেন। এর মধ্যে প্রধানতম সমস্যা হলো যুদ্ধের কারণে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং হরমুজ প্রণালির সংকট। তেল, গ্যাস আমদানির বেশ কিছু চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে ইরান যুদ্ধ শুরুর পর বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অতিরিক্ত দামে স্পট মার্কেট থেকে আমদানি করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ভর্তুকি বাড়ছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও কোম্পানিগুলোয় দায়িত্বশীল নীতি-নির্ধারণী পদে যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তাদের বেশিরভাগই এখন চাকরিচ্যুত বা অপসারণ হয়েছেন। এর একটা বিরূপ প্রভাবও সৃষ্টি হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এর ফলে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার মানসিকতায় ভাটা পড়েছে এমন পর্যবেক্ষণও রয়েছে। এছাড়া গত দুই বছরে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্র যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি এমন অভিযোগও রয়েছে। অন্যদিকে অন্তবর্তীকালীন সরকার এসে সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের চুক্তি বাতিল করার কারণে অনুসন্ধান ও উত্তোলন এবং জ্বালানি খাতে একটা স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে বলেও মনে করেন অনেকে। জ্বালানি বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, এই মুহূর্তে ব্যবস্থাপনার উন্নতি করে বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, বর্তমানে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সর্বোচ্চ সক্ষমতায় চালানো যাচ্ছে না। পিক আওয়ার তথা সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদার সময় তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন বাড়ানোরও সুযোগ আছে। সেটিও কাজে লাগছে না। কয়লা বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানো ও নিজস্ব গ্যাস ও এলএনজির দক্ষ ব্যবহার এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে ম্যানেজ করে ভোগান্তি কমানো সম্ভব।

বাংলাদেশে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ নীতি নিয়ে আনু মুহাম্মদ দীর্ঘদিন আন্দোলন করছেন। অতীতে ফুলবাড়ি উন্মুক্ত খনি বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে জ্বালানি রপ্তানি বিরোধিতা, সুন্দরবনের কাছে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরোধী আন্দোলন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্প্রসারণের দাবিতে আন্দোলনে সোচ্চার দেখা গেছে তাকে। আনু মুহাম্মদ বলেন, ২০১০ সালে আমরা তৎকালীন সরকারকে বলেছিলাম, বিদ্যুৎ খাতে সমাধানের পথ হলো জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু তখন সরকার সংকট দেখিয়ে জরুরি পরিস্থিতি দেখিয়ে বিশেষ আইনে তেলভিত্তিক রেন্টাল, কুইক রেন্টাল এবং কয়লা এলএনজি আমদানি করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। "এটাতো অনিবার্য পরিণতি। গত দুই দশক ধরে যে ধরনের নীতির মধ্যে দিয়ে গেছে, বাংলাদেশ সেটার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে এটা। কী কী নীতি কাঠামোর কারণে এই সমস্যাটা হলো এটা প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে এবং বিকল্প পথে যাত্রা করতে হবে।" বর্তমান সরকার গ্যাস সংকট সমাধানে এলএনজি আমদানি বাড়ানোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। আনু মুহাম্মদ বলেন, অতীতের সরকারের মতো জরুরি পরিস্থিতি দেখিয়ে বর্তমান সরকারও কয়লা উত্তোলন, এলএনজি আমদানি বাড়ানোর মতো সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছে, যেটি তার ভাষায় বিপজ্জনক এবং এতে টেকসই সমাধান হবে না। "সমধানের পথ হলো আমাদের রিনিউএবল এনার্জির উপর জোর দিতে হবে। জাতীয় সক্ষমতা বাড়িয়ে গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলনে মনোযোগ দিতে হবে। ইতোমধ্যে যে গ্যাসটা আমাদের আছে স্থলভাগে ভোলা ছাতক- এসমস্ত জায়গায় কত দ্রুত এগুলিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্যে যুক্ত করা যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে। ছয়মাস পরে এসে সরকার বলছে, আমরা দুই বছরে কিছু দিতে পারবো না। প্রথমে দায়িত্ব নেওয়ার পরেইতো পুরো জিনিসটা পর্যালোচনা করে তাদের একটা পরিকল্পনা করা দরকার ছিল, একটা পথনকশা করার দরকার ছিল, সেটার তো কোনো উদ্যোগ দেখা যায় নাই।"

সরকার কী বলছে

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে এবং বিভিন্ন সভা সেমিনারে বলা হয়েছে জ্বালানি সংকট সমাধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমান সংকটের জন্য এ সরকার কোনো দায় নিতে চায় না। অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ নীতির কারণে বর্তমান সংকট এমন কথা শুরু থেকে বলে আসছে নতুন সরকারের বিদ্যুৎ জ্বালানি মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী। জ্বালানি খাতে কার্যক্রম নিয়ে মঙ্গলবার বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে গিয়ে জানা যায়, মন্ত্রী সরকারি সফরে বিদেশ রয়েছেন। ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয়ে দেখা করে সময় চাইলে প্রতিমন্ত্রী সাক্ষাৎকার দেননি। সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সরকারের পক্ষে তথ্য উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান সংকট মোকাবিলায় সরকারের উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। তিনি জানান, এলএনজি টার্মিনালের ত্রুটি মেরামত হয়েছে কিন্তু এখন গ্যাস আমাদানি কার্গো আসতে সমস্যা হচ্ছে। ব্যাবসায়ীদের জন্য বিদ্যুৎ বিল এককালীন না দিয়ে বারো মাসের কিস্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। "শিল্প কারখানার জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস বাঁচাতে এবং গ্যাসের উপর চাপ কমাতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সর্বোচ্চ করতে বলা হয়েছে। ভোলা থেকে গ্যাস আনতে পাইপালাইন করার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে, এটা দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। দেশীয় উৎস থেকে ১৭০০ এমএমসিএফডি গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ১৫০টি কূপ খনন ও পুনঃখননের নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে।" নির্বাচিত সরকারের সময় জ্বালানি চাহিদা বেড়েছে এটিও বর্তমান সংকটের একটা কারণ বলে দাবি করেন উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, আমরা জনগণের ক্রাইসিসের প্রতি সমব্যাথী তবে একইসঙ্গে এই কথাটা বলতে চাই, "এই সংকটটা বহু বছরের পুঞ্জিভূত সমস্যা। দুবছরের মতো সময় ইন্টেরিম সরকার ছিল। তারাও কি স্থলভাগে গ্যাস খোঁজার জন্য খুব চেষ্টা করেছে। উত্তর হচ্ছে, না।" বিদ্যুৎ জ্বালানি সংকটে ব্যবস্থাপনা দুর্বলতার যে অভিযোগ, সেটি নিয়ে বিবিসি বাংলার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হলে জাহেদ উর রহমান বলেন, "এটা উড়িয়ে দিচ্ছি না যে, ম্যানেজমেন্টে কোনো সমস্যা হয়নি। আমি এটা উড়িয়ে দিচ্ছি না। একটা সরকার আমাদের মতো দেশে মোটাদাগে কিছু অদক্ষতা সমস্যা থাকতে পারে। সেটা আমরা একনলেজ করি। মূলত যুদ্ধটাই এ সংকটের কারণ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ঢাকায় কবি নজরুলকে সমাহিত করা হয়েছিল পরিবার ও ভারত সরকারকে না জানিয়েই?

পঞ্চাশ বছর আগে ঢাকাতে কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণের ঠিক পরদিন কলকাতার রবীন্দ্র সদনে কবির স্মরণে যে শোকসভা আয়োজন করা হয়েছিল, দমদম বিমানবন্দর থেকে উদভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় সেখানে এসে পৌঁছান নজরুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজী সব্যসাচী। সঙ্গে ছিলেন কবির ছোটো পুত্রবধূ কল্যাণী কাজীও, তারা দুইজনেই সরাসরি ঢাকা থেকে ফিরছিলেন। কাজী সব্যসাচী এসেই বিষণ্ণমুখে বারবার বলছিলেন, "মা রইলেন চুরুলিয়ায় আর বাবা রইলেন ঢাকায়। এ আক্ষেপ সারাজীবন থাকবে।" কবিপুত্র আরও বলছিলেন, "ওরা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই শেষ দেখা দেখতে পেতাম। আর ওদের এত তাড়াহুড়ো করারই বা দরকার কী ছিল। ওদের জানানো হয়েছিল যে, কবিপুত্র ঢাকা যাচ্ছেন দুপুরের প্লেনে। তবু কীসের এত তাড়াহুড়ো?" বিবিসি বাংলার কাছে সে দিনের এই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ষীয়ান নজরুল গবেষক ও প্রাবন্ধিক বাঁধন সেনগুপ্ত, যিনি নিজে সেদিনের সেই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানাচ্ছেন, কবির প্রয়াণের পর তার মরদেহ যে দাফন করার জন্য জন্মস্থান চুরুলিয়ায় নিয়ে আসা যায়নি এবং ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্তরেও বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি- সেটাই ছিল এই ক্ষোভ আর হতাশার মূল কারণ। কবির পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য তখন কলকাতায় বা আসানসোলের কাছাকাছি থাকতেন, তাদের ইচ্ছা ছিল চুরুলিয়ার জন্মভিটেয় স্ত্রী প্রমীলা দেবীর কবরের পাশেই কবিকে সমাহিত করা হোক। কবির পরিবারের সদস্য ও সঙ্গীতশিল্পী সোনালি কাজী যেমন বিবিসিকে বলছিলেন, "আমরা জানি ১৯৬২তে প্রমীলা দেবীর মৃত্যুর আগে তিনি বারবার বলে গেছেন, আমাকে চুরুলিয়াতে গোর দিও, কারণ তোমার বাবাও তো শেষে ওখানেই যাবেন।" ততদিনে অবশ্য নজরুল সৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছেন, তার স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই। তার জীবনের শেষ সোয়া চার বছর যে স্বাধীন বাংলাদেশে কাটবে, সেটাও কারো জানা নেই। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়ায় যে, নজরুলের মরদেহ ভারতে আনা তো দূরস্থান, কাজী সব্যসাচী ও কল্যাণী কাজী ঢাকাতে গিয়েও কবিকে শেষ দেখা দেখতে পাননি।

১৯৭৬-এর ২৯ আগস্ট তারা গিয়ে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌঁছান, তার বেশ আগেই কবরে মাটি চাপা দেওয়া হয়ে গেছে। এর আগে, ১৯৭২ সালের ২৪ মে নিজের জন্মদিনে কবি নজরুল ইসলাম কলকাতা থেকে ঢাকায় পাড়ি দিয়েছিলেন- তখন ভাবা হয়েছিল এই যাত্রা একেবারেই সাময়িক, মাত্র অল্প কয়েকদিনের জন্য। তখন সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে নজরুলকে ঢাকায় পাঠানোর এই উদ্যোগটি নিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজে। কবির জন্মদিন এক বছর ঢাকায় ও পরের বছর কলকাতায় উদ্যাপিত হবে, এমনটাও ভাবা হয়েছিল। "কিন্তু নজরুল যে আর কখনও দেশে ফিরবেন না, সেটা ভারত সরকারের কারও কল্পনাতেও ছিল না।" "এমনকি তার মৃত্যুর পর তাকে যে ঢাকাতেই সমাহিত করা হবে, বাংলাদেশ সরকারও সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিজেরাই," বিবিসিকে বলছিলেন ভারতের সাবেক কূটনীতিবিদ ও ঢাকাতে নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ভিনা সিক্রি। অথচ আজও নজরুলকেই বাংলাদেশ ও ভারতের মৈত্রীর সেরা নিদর্শন বলেই মনে করেন মিস সিক্রি, কারণ "নবীন একটি দেশে তার বন্ধু প্রতিবেশী একজন কবিকে পাঠাচ্ছে- এমন দ্বিতীয় কোনও নজির বিশ্বে আছে বলে আমার জানা নেই!" কিন্তু নজরুলের প্রয়াণের ঠিক পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সেই মাধুর্যকে অনেকটাই তিক্ত করে ফেলেছিল বলে ভারতে আজও অনেকেরই বিশ্বাস।

কাজী সব্যসাচী যেভাবে খবর পেলেন

বর্ষীয়ান নজরুল গবেষক ও লেখক বাঁধন সেনগুপ্ত বিবিসিকে সেদিনের ঘটনাক্রমের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। হালিশহরে নিজের বাড়িতে বসে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এরকম। "কবির বড়ো ছেলে ও আবৃত্তিকার কাজী সব্যসাচী সে দিন একটি অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতার আকাশবাণী কেন্দ্রে ছিলেন। বাংলাদেশ বেতারে কবির মৃত্যুসংবাদ শুনে তার কোনো বন্ধু সেখানে ফোন করে খবরটি সব্যসাচীকে জানান। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে যান কলকাতাস্থ বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রদূত অফিসে। সেখানেও কবির মৃত্যু সম্পর্কে নাকি তখনও বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কলকাতার আকাশবাণী থেকে ইতোমধ্যে খবর যায় সব্যসাচীর বাড়িতে এবং কনিষ্ঠ পুত্র অনিরুদ্ধের (যিনি ১৯৭৪-য়ে প্রয়াত) পাইকপাড়ার বাসায়। অনিরুদ্ধ-পত্নী কল্যাণী ও তার পুত্র কাজী অরিন্দম তখন বাড়িতে ছিলেন না। তারা মিনার্ভা থিয়েটার হলে গিয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে। ফলে অনিরুদ্ধ-জায়া কল্যাণী কাজীও প্রথম খবর পান বেলা প্রায় ১১টায়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তখনও কেউ কবির প্রয়াণ সংবাদ সরাসরি কবি-পুত্রকে জানাননি। বাধ্য

হয়েই সব্যসাচী প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তার ভবানীপুরের বেলতলা রোডের বাড়িতে যান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তখন ছিলেন কলকাতার বাইরে। এদিকে, কলকাতায় কবির ভক্তরা শেষ দর্শনের আশায় মধ্য কলকাতায় সব্যসাচীর ক্রিস্টোফার রোডের ফ্ল্যাটের সামনে দলে দলে গিয়ে ভিড় করতে থাকেন। পার্ক সার্কাসে ওই বাড়িটির সামনে ততক্ষণে শত শত লোক জড়ো হতে শুরু করেছেন। এরপর কাজী সব্যসাচী বাংলাদেশ উপদূতাবাসে গিয়ে এ-বিষয়ে সেদিন পুনরায় আবেদন জানান। তখন দেখা গেল, সব্যসাচীর পাসপোর্টটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও জরুরি ব্যবস্থা করে দূতাবাস কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত কবি-পুত্র সব্যসাচী ও কবির কনিষ্ঠ পুত্রবধূ কল্যাণী কাজীকে দুপুরের বিমানযোগে দমদম থেকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সেদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় দিল্লিতে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করেও সফল হননি। কাজী সব্যসাচী ও কাজী কল্যাণী একইসঙ্গে চুরুলিয়ায় নিজ জন্মস্থানে কবিকে এনে কবর দেওয়ার আবেদন জানিয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিবের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন, কিন্তু তিনিও কিছুই করতে পারেননি। যাই হোক, অনেক দৌড়োদৌড়ির পর অবশেষে দমদমে গিয়ে সব্যসাচী ও কল্যাণী কাজী ঢাকার বিমানে চেপে বসলেন। কিন্তু 'কোনো অজ্ঞাত কারণে' সেই বিমান ছাড়তেও অনেক দেরি হলো। অবশেষে তারা যখন ঢাকা বিমানবন্দরে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন স্থানীয় সময় প্রায় সোয়া ৬টা। এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেও নাকি তারা অনুরোধ করেছিলেন, কবরে মাটি চাপা দেওয়ার আগে যেন অপেক্ষা করা হয়- ছেলে ও পুত্রবধূ এখনই পৌঁছে যাচ্ছেন। কিন্তু অবশেষে তারা দু-জনে যখন গিয়ে পৌঁছান, ততক্ষণে সব চুকেবুকে গেছে। সব্যসাচী পরে জানিয়েছেন, রীতিমতো গান স্যালুট দিয়ে কবিকে শেষ বিদায় দেওয়া হয়েছিল বলে তারা শোনেন, উপস্থিত ছিলেন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানও কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সরকারের কেউই আর অপেক্ষা করছিলেন না। বস্তুত রাতে তারা কোথায় থাকবেন, তারও কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। অবশেষে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনারের নির্দেশে দূতাবাসের কর্মকর্তা সুব্রত ব্যানার্জি (পথের পাঁচালী সিনেমায় সর্বজয়ার চরিত্রে অভিনয় করা করুণা ব্যানার্জির স্বামী) নিজের বাড়িতে তাদের দু-জনের থাকার ব্যবস্থা করেন। পরদিনের বিমানে চেপে কলকাতায় ফিরে আসেন দু-জনে। সঙ্গে ছিল শুধু কবির কবর থেকে তুলে আনা কয়েক মুঠো মাটি।

কবিকে না ফেরাতে পারায় কলকাতার শোক

পরের দিন (৩০ আগস্ট, ১৯৭৬) কলকাতায় রবীন্দ্র সদনে এক স্মরণসভায় পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজ নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিলেন কলকাতার শেরিফ রঘুনাথ দে, পৌরোহিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়। বাঁধন সেনগুপ্ত লিখেছেন, “সেই সভায় উপস্থিত থাকার সময় দেখেছিলাম, প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। দেখেছি অসংখ্য মানুষ রবীন্দ্র সদনের বাইরে সেদিন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন। হলের দরজা বাধ্য হয়েই খোলা রাখতে হয়েছিল।” “কবির বন্ধুরাও সেখানে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। লেখক সমাজের সকলেই সভায় এসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। শিল্পীরা শ্রদ্ধা জানান কবিকে গানের মাধ্যমে।” “ঢাকা থেকে সরাসরি রবীন্দ্র সদনে এসে উপস্থিত হন কবিপুত্র সব্যসাচী ও পুত্রবধূ কল্যাণী কাজীও। কল্যাণী মঞ্চে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন আর বলছিলেন- 'এত করে ছুটে গেলাম, বাবাকে শেষবারের মতো একটু দেখতেও পেলাম না।' না, ওদের কেউ ডাকেনি। শোক-সমবেদনাও জানায়নি।” “সমাবেশে সকলেই আবেগে তখন বেশ বিচলিত। ড. রমা চৌধুরীর বুকে মাথা রেখে মঞ্চে তখন কেঁদেই চলেছেন কবির পুত্রবধূ। সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন তাকে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়।” মঞ্চে তখন আরো উপস্থিত বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, স্পিকার অপূর্বলাল মজুমদার, বিচারপতি মাসুদ, শেখ আনোয়ার আলি, তুষারকান্তি ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, উপাচার্য সতেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ বিদ্বজ্জন। বাঁধন সেনগুপ্ত আরও জানাচ্ছেন, কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সকলেই কবির মৃতদেহ তার জন্মস্থানে পত্নীর কবরের পাশে না আনায় হতাশা ব্যক্ত করেন। লেখক মনোজ বসু ও শেখ আনোয়ার আলি নজরুলের মরদেহ ভারতে আনা যায়নি বলে তাদের বক্তৃতায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

জন্মস্থান চুরুলিয়াতেও শোক আর হতাশা

কবির জন্মস্থান আসানসোলের কাছে চুরুলিয়াতেও সেদিন তার পরিবারের সদস্যরা অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তার দেহ সেখানেই হয়তো আসবে। নজরুলের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র, কাজী রেজাউল করিম ও কাজী মজহারুল হোসেন তো কবিপত্নী প্রমীলার সমাধির পাশে কবর খুঁড়েও রেখেছিলেন, যাতে দেহ আসামাত্র সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দাফনের ব্যবস্থা করা যায়। কাজী রেজাউল করিমের কন্যা ও সঙ্গীতশিল্পী সোনালি কাজী বিবিসিকে আরও বলছিলেন, “জামুড়িয়া থানায় ওয়্যারলেসে প্রথম দাদুর মৃত্যুসংবাদ আসে। খবর শোনার পর থেকেই আমার বাবা, জেঠুরা অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলেন দেহ নিশ্চয়ই জন্মভিটেতেই আসবে।” ঘটনাচক্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় সে দিন একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বার্নপুরে এসেছিলেন, যা ছিল চুরুলিয়া থেকে মাত্র বিশ কিলোমিটার দূরে। “বাবা, জেঠুরা সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ি ভাড়া করে বার্নপুরেও ছুটে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তারা আর্জি জানান, তিনি যেন কবির দেহ বাংলাদেশ থেকে দ্রুত আনানোর ব্যবস্থা করেন।” “সিদ্ধার্থশংকর রায় সব শুনলেও তাদের কোনো আশার আলো দেখাতে পারেননি। বাবা-জেঠুরা পরে বুঝেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের এ ব্যাপারে আসলে কোনো যোগাযোগই হয়নি,” বলছিলেন সোনালি কাজী। জামুড়িয়া থানায় ওয়্যারলেসে কোনো খবর আসে কি

না, সেই আশায় কবির ভ্রাতুস্পুত্ররা প্রায় সারাদিন সেখানে হত্যে দিয়ে বসে ছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন জানা গেল, ঢাকায় কবির সমাধি দেওয়া হয়ে গেছে, তারা চরম নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। চুরুলিয়া ও আশেপাশে কবির আত্মীয়স্বজন ও অনুরাগীরা তীব্র হতাশায় ভেঙে পড়লেন- বলছিলেন সোনালি কাজী।

পরিবারের মধ্যেই নানা রকম মত?

তবে সে দিনের ঘটনা ঠিক কীভাবে ঘটেছিল এবং কবির দেহ ভারতে আনা উচিত ছিল কি না, তা নিয়ে কবির পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই যে মতভেদ আছে বিবিসির কাছে তা স্বীকার করছিলেন নজরুলের প্রপৌত্র অঙ্কন কাজী। অঙ্কন কাজী হলেন নজরুলের কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধর নাতি এবং কাজী অনির্বাণের পুত্র। তিনি ২০১৬ সালে 'ক্যারাভান' সাময়িকীতে প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ান গবেষক এলা ওয়েইসারের একটি নিবন্ধের প্রতিও এই প্রতিবেদকের দৃষ্ট আকর্ষণ করেন। ওই নিবন্ধে এলা ওয়েইসার লিখেছেন, ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকাতে কল্যাণী কাজী ও কাজী সব্যসাচীকে বলা হয়েছিল কবির দেহ তাড়াতাড়ি দাফন করে দিতে হয়েছে, কারণ মুসলিম ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সূর্যাস্তের আগেই দেহ মাটিচাপা দেওয়া উচিত। কিন্তু কল্যাণী কাজী এলা ওয়েইসারকে বলেছিলেন, “আমরা কিন্তু এটাও শুনেছিলাম, তাড়াহুড়ো করে কবর দেওয়া হয়েছে কারণ ওদের ভয় ছিল আমরা গিয়ে দেহ ভারতে ফিরিয়ে আনার দাবি জানাতে পারি।” কল্যাণী কাজীর ছেলে কাজী অনির্বাণ আরও এক ধাপ এগিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, তার বিশ্বাস বাংলাদেশ সরকার ইচ্ছে করে ঢাকাগামী ফ্লাইটটি দেরি করিয়ে দিয়েছিল যাতে তার মা ও জেঠু ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছতে না পারেন! তবে নজরুলের যে নাতনি (কাজী সব্যসাচী ও উমা কাজীর কন্যা) এখনো ঢাকাতেই থাকেন, সেই খিলখিল কাজী এলা ওয়েইসারকে বলেছিলেন, “আমাদের সবারই ভয় ছিল দাদুর দেহ হয়ত কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হবে। গোটা বাংলাদেশেরই আসলে সেই ভয় ছিল!” “কিন্তু নজরুল হলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি- কীভাবে তাকে আপনি ভারতে নিয়ে কবর দিতে পারেন?” আরো মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

খিলখিল কাজী বিবিসিকে যা বললেন

ঠিক অর্ধ শতাব্দী আগে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট যেদিন কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকার পিজি হাসপাতালে মারা যান, শেষ শয্যায় তার পাশে ছিলেন পুত্রবধূ উমা কাজী এবং কবিকে দেখাশোনা করা সহকারীরা। উমা কাজী ছিলেন কবির বড়ো ছেলে কাজী সব্যসাচীর স্ত্রী এবং কবির নাতনি খিলখিল কাজীর মা। খিলখিল কাজীর বয়স তখন খুব অল্প, কিন্তু সেদিনটির প্রায় সব কথাই তার মনে আছে। বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, যেহেতু তার দাদু তখন জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃত, মৃত্যুর পর তার দাফন ও শেষ শ্রদ্ধা জানানোর বিষয়টি রাষ্ট্রীয় তদারকিতে করা হয়। তিনি জানিয়েছেন, পিতার মৃত্যুর দিনে কাজী সব্যসাচী কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু পরিবারের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি যখন ঢাকায় পৌঁছান, ততক্ষণে কবির দাফন হয়ে গিয়েছে। “আমার বাবা সে দিন অনেক দেরিতে পৌঁছেছিলেন। তিনি মনে কষ্ট পেয়েছিলেন বাবাকে (কবিকে) শেষ দেখা দেখতে পাননি বলে এবং বাবার দাফনে নিজে থাকতে পারেননি বলে,” বিবিসিকে বলেছেন খিলখিল কাজী। “তবে, বাবা কখনও এ নিয়ে কোনো আপত্তি বা অভিযোগ করেননি কোথাও,” বলেন তিনি। খিলখিল কাজী জানিয়েছেন, সেসময় রোজার মাস চলছিল, ফলে জানাজা ও দাফনের ব্যাপারটি ইফতারের পরে ও এশার নামাজের আগে করার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। একইসঙ্গে ঘটনার দিন কলকাতা থেকে কাজী সব্্যসাচীর ফ্লাইটটিও ডিলে হয়েছিল, যে কারণে তিনি পৌঁছানোর আগেই কবির দাফন সম্পন্ন হয়। খিলখিল কাজী জানিয়েছেন, কবির ছোটো ছেলে কাজী অনিরুদ্ধ এর বছরদুয়েক আগে ১৯৭৪ সালেই কলকাতায় মারা যান, ফলে তার ঢাকায় আসার কোনো প্রশ্নও ছিল না।

কবরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল?

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া বলছে, ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবিকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে আনা হয়। প্রয়াণের কয়েকমাস আগে, ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাকে জাতীয় কবি বলেই সম্বোধন করা হতো এবং তাকে সে মর্যাদাও দেওয়া হয়েছে। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পাঠ্যক্রমে কবিকে জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তার জন্ম এবং মৃত্যুর দিন বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে পালন করা হয়। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয় যে, তাকে ঢাকায় নিয়ে আসার দিনটি থেকে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৪ মে থেকে তাকে জাতীয় কবি ঘোষণা করা হচ্ছে। তাতে আরো উল্লেখ ছিল যে, ঢাকার আসার পর ধানমন্ডি ২৮ নম্বর সড়কে কবিকে একটি বাড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়। শেষবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তির আগ পর্যন্ত ওই বাড়িতেই বসবাস করেছেন নির্বাক কবি। পরিবার ও গবেষকদের দেওয়া তথ্যে জানা যায়, ঢাকায় কবির চিকিৎসাসহ প্রায় সব দায়িত্ব সরকারিভাবেই পালন করা হতো। কবির মৃত্যুর পর তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের উত্তর পার্শ্বে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ও নজরুল গবেষক নাশিদ কামাল বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, কবির মৃত্যুর পর তার অন্তিম যাত্রা বা দাফনের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় করা হয়েছিল। তিনি বলেন, কবির মৃত্যুর পর সরকারিভাবে যখন চিন্তভাবনা চলছে কবিকে কোথায় দাফন করা হতে পারে, তখন সেখানে এগিয়ে আসেন নজরুল গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং লোকসঙ্গীত শিল্পী মুস্তাফা জামান আব্বাসী। “কবি যখন মারা গেলেন অধ্যাপক রফিকুল

ইসলাম এবং মুস্তাফা জামান আব্বাসী তখন সরকারকে গাইড করেন কোথায় দাফন করা যায় সে নিয়ে।" "কবির ইচ্ছা ছিল মসজিদের পাশে সমাহিত হওয়ার। এ নিয়ে তার কবিতা ও গানও রয়েছে- 'মসজিদেরও পাশে আমায় কবর দিও ভাই'। ফলে, তারা তখন কর্মকর্তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, কবিকে যেন মসজিদের পাশেই দাফন করা হয়," বলেন তিনি। আর সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু ছিল দেশে রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, সে বিবেচনায় তখন কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

সৌরবিদ্যুৎ নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা কী এবং কোন পাঁচ বিষয় চ্যালেঞ্জ হতে পারে?

বাংলাদেশে তীব্র জ্বালানি সংকটের মধ্যেই বেড়েছে লোডশেডিং। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে- এ নিয়ে সরকারের কাছেও নেই সুনির্দিষ্ট কোনো আশার বার্তা। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায়, বর্তমানে দেশজুড়ে নিয়মিত কমবেশি আড়াই হাজার মেগাওয়াট লোডশেডিং দিতে হচ্ছে দিনে। অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে এবছর এক সময়ে তিন হাজার ৭৫৭ মেগাওয়াট পর্যন্তও লোডশেডিং দিতে হয়েছে। গত ১০ জুলাই দুপুরে ১৬ হাজার ২৬২ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে ১২ হাজার ৫০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এমন প্রেক্ষাপটে বেশ জোরেশোরেই সামনে আসছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়টি। বিশেষ করে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। কিন্তু এখানেও রয়েছে নানা যদি-কিন্তুর হিসাব। কারণ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন, এর ব্যবস্থাপনা এবং খরচের হিসেব-নিকেষের অতীত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য খুব একটা সুখকর নয়। তারপরও সৌরবিদ্যুতের পথেই এগোনোর পরিকল্পনা নিয়েছে বর্তমান সরকার। সম্প্রতি, বিদ্যুৎমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু জানিয়েছেন যে, বর্তমান সরকারের মেয়াদে সৌরবিদ্যুতের সক্ষমতা ১০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে এবার স্থানীয় পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক সেবা দাতা ও বিনিয়োগকারীর তালিকা তৈরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো। তালিকাভুক্ত সার্ভিস প্রোভাইডাররা স্থানীয় পর্যায়ে রুফটপ সোলারসহ বিভিন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি স্থাপনে কারিগরি সহায়তা, বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক প্যাকেজ, গ্রাহকসেবা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা দেবে। কিন্তু, বাংলাদেশের মতো বর্ষাপ্রধান অঞ্চল, যেখানে বছরের বড়ো সময় সূর্য মেঘে ঢাকা থাকে, সেখানে এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারের সক্ষমতা এবং নীতিগত স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের অনেকে। তারা পাঁচটি চ্যালেঞ্জের কথাও বলছেন। সূর্যের আলোকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বিদ্যুৎ খাতের ওপর চাপ কমতে পারে, কিন্তু সেই আলো ঘরে আনতে হলে নীতি, অর্থ ও ব্যবস্থাপনার জায়গাটি আগে শক্ত করা প্রয়োজন বলে তারা মনে করছেন।

সরকারের পরিকল্পনা কী

সরকারের পরিকল্পনায় মোটাদাগে দুটি বিষয় আছে। একটি হলো সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো; ব্যক্তিগতভাবে ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে যাতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ে, সেটা সরকার নিশ্চিত করতে চায়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত বিদ্যুৎ যাতে গ্রাহকের চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় গ্রিডেও যুক্ত হতে পারে। বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুতের হাতেখড়ি হয়েছিল অফ-গ্রিড দিয়ে। ২০০৩ সাল থেকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড বা ইডকলের অর্থায়নে গ্রামীণ এলাকায় ৬০ লাখের বেশি সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের পর শুরু হয় বড়ো গ্রিড-সংযুক্ত প্রকল্প। রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে ২০১৭ সালে দেশের প্রথম সরকারি সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্রেরও কাজ শুরু হয়। ধারাবাহিকভাবে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি এবং গ্যাস আমদানি খরচের চাপে এখন 'ছাদ থেকে গ্রিড' নীতিতে যাচ্ছে সরকার। অর্থাৎ, প্রতিটি ছাদ হবে একটি মিনি বিদ্যুৎকেন্দ্র। নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটর জেনারেশনকে উৎসাহিত করতে 'সোলার নেট মিটারিং' ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যে পদ্ধতিতে একজন গ্রাহক নিজের স্থাপনায় তৈরি করা সোলার সিস্টেম থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ, নিজে ব্যবহার করে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় বিতরণ গ্রিডে সরবরাহ করবেন, যা ওই গ্রাহকের মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের সঙ্গে সমন্বয় করে বিদ্যুৎ বিল তৈরি করা হবে। 'জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০২৬-২০৩০'-এর অধীনে, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ ২০ শতাংশে নিতে চায় সরকার। যার মধ্যে কেবল রুফটপ সোলার থেকেই পাঁচ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের টার্গেট। পাওয়ার সেলের তথ্য বলছে, বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বা পিডিবি'র হাতে এখন ৭৯৭ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে আলাদা সোলার পার্ক বা সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি না করে, বাসাবাড়ি বা কলকারখানার মতো স্থাপনার ছাদে সৌর প্যানেল বসানোয় কেন বেশি আগ্রহ? এই প্রশ্নও উঠছে। এক্ষেত্রে জমি সংস্থানের কথা বলা হচ্ছে। প্রতি মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে সংখ্যক প্যানেল বসাতে হবে, তাতে দুই একরের বেশি জমি প্রয়োজন। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এত জমি দেওয়া কঠিন। তাই বিকল্প হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ছাদ। নতুন উদ্যোগের মূল কৌশল 'সার্ভিস প্রোভাইডার মডেল'। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো এলাকাভিত্তিক কোম্পানির তালিকা করবে। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় পর্যায়ে কারিগরি সহায়তা, বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক প্যাকেজ, গ্রাহকসেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলো করবে। সরকার

বলছে, এর ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তা, তরুণ ও নারী উদ্যোক্তারা এই খাতে আসার সুযোগ পাবেন। এর পাশাপাশি সৌর প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা, কর ও শুল্ক সুবিধা, স্বল্পসুদে ঋণ এবং স্টার্ট-আপ ফান্ড দেওয়ার কথাও ভাবছে সরকার।

পাঁচ চ্যালেঞ্জ

সৌরবিদ্যুৎ নিয়ে সরকারের এই পরিকল্পনাকে উচ্চাভিলাষী বলছেন এই খাতের বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া মাঠের বাস্তবতা এবং নীতি নিয়েও বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে তাদের। প্যানেল স্থাপনে বিনিয়োগ বা অর্থের উৎস কী হবে, প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ টেকনিশিয়ান পাওয়া যাবে কি না, এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কবে নাগাদা ও কীভাবে হবে, বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে এবং উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম কীভাবে নির্ধারণ করা হবে- এই পাঁচ চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৫০০ মেগাওয়াট মানে প্রায় ১০ থেকে ১২ লাখ ছাদে প্যানেল বসানো, যার জন্য অন্তত ৩০ থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ দরকার। তাদের প্রশ্ন, ব্যাংকগুলো কি এত বড়ো ঝুঁকি নেবে? স্বল্পসুদে ঋণের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কতটা সহজ হবে? মানসম্পন্ন প্যানেল, ইনভার্টার ও দক্ষ টেকনিশিয়ানের সরবরাহও যেমন বড়ো প্রশ্ন, তেমনি উৎপাদিত বিদ্যুতের বেঞ্চমার্ক প্রাইস বা দাম, নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা এবং জবাবদিহি নিশ্চিতের প্রক্রিয়া নিয়েও জটিলতা দেখছেন তারা। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে যে কৌশলপত্র দেওয়া হয়েছে, সেখানেও গলদ রয়েছে বলেই মনে করেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. শামসুল আলম। তিনি বলছেন, রুফটপ বিদ্যুৎ একজন বিনিয়োগকারী কত টাকায় উৎপাদন করলে কত টাকায় বিক্রি করতে পারবেন, তার একটা মডেল প্রাইসিং আগে দরকার। এছাড়া, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে কর্তৃপক্ষ কাজ করবে, তারা কতটা প্রস্তুত এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হলে- তাদের জবাবদিহির প্রক্রিয়াও নির্দিষ্ট নয় বলেই মনে করেন মি. আলম। "বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা তৈরি না করে সরাসরি মাঠে নামা হচ্ছে। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা স্রেডা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগ বেশি সক্রিয়। এর মধ্যদিয়ে একটা লেজেগোবরে অবস্থা তৈরি হবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এছাড়া পলিসি রেগুলেটর হয়েও বিদ্যুৎ বিভাগ স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে পারে বলেও মনে করেন তিনি। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, "সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগ সব কিছুর উপরে। কিন্তু তারা যদি সরাসরি মাঠপর্যায়ের কাজে নিজেরাই অংশ নেয়, তাহলে জবাবদিহি হবে কীভাবে? কৌশলপত্রে তাদের জবাবদিহির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি।" এই অস্পষ্টতা ও তাড়াহুড়ো- বিদ্যুৎ খাতের ব্যয় কমানো এবং ভর্তুকি কমানোর মৌলিক উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে বলেও মনে করেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া এই সেক্টরে কর্মরতদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলছেন কোস্টাল লাইভলিহুড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকশন নেটওয়ার্ক বা ক্লিন এর প্রধান নির্বাহী হাসান মেহেদি। "স্থানীয় পর্যায়ে যে-সব সোলার ইন্সটলার আছেন, যারা ফার্স্ট হ্যান্ড কাজটি করছেন, তাদের আগে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

রুফটপ সোলার প্যানেলের ক্ষেত্রে অর্থায়নের বিষয়টি সবসময়ই আলোচনায় এসেছে। বিশেষ করে, গ্রাহকদের খরচ এবং উদ্যোক্তাদের ব্যাংক লোনের বিষয়টি। এছাড়া নেট মিটারিং পদ্ধতিতে প্রাইস বেঞ্চমার্ক বা কী হবে, সেটিও আলোচনায় আসছে। সাধারণত একটি তিন কিলোওয়াটের রুফটপ সোলার সিস্টেম বসাতে বর্তমানে তিন লাখ টাকার মতো খরচ হতে পারে। মাসে যদি ৩৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, তাহলে পাঁচ থেকে ছয় বছরে বিনিয়োগ উঠে আসতে পারে বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও ছাদের আকার, ব্যাংক ঋণের সুদ এবং প্যানেলের মানের ওপর সবকিছু নির্ভর করে। রুফটপ সোলার প্যানেলের ক্ষেত্রে ক্যাপেক্স মডেল এবং ওপেক্স মডেলের কথাও বলছেন সিপিডির গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলছেন, ক্যাপেক্স মডেলে গ্রাহক নিজে প্যানেল, ইনভার্টার কিনে বিনিয়োগ করবেন। সার্ভিস প্রোভাইডার শুধু বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। মূলত, এখানে সরকার স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণ, কর ছাড় দিতে পারে, যাদের এককালীন টাকা আছে, তাদের জন্য এটা। আর ওপেক্স মডেলে গ্রাহককে বিনিয়োগ করতে হবে না। সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানি নিজে বিনিয়োগ করে ছাদে প্ল্যান্ট বসাবে। এক্ষেত্রে গ্রাহক প্রতি মাসে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন, তার জন্য কোম্পানিকে বিল দেবেন। বিল কত হবে, সেটা চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ হবে। বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়। এর মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা ও আমদানি খরচ কমানো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় বিনিয়োগ ও দক্ষতা উন্নয়ন সম্ভব হবে। কিন্তু এর সফল বাস্তবায়নে বিইআরসিকে দ্রুত বেঞ্চমার্ক প্রাইস ঠিক করার কথা বলছেন জ্বালানি ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে স্বল্পসুদে ঋণ দেয়, সেটিও নিশ্চিত করার কথা বলছেন তারা। এক্ষেত্রে স্রেডাকে মূল দায়িত্ব দিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে নীতি ও তদারকির জায়গায় থাকারও পরামর্শ জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. শামসুল আলমের। এছাড়া, রেজিস্টার্ড সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাজ মনিটর করার পদ্ধতি কী হবে, সেটিও ঠিক করা কথা বলছেন বিশষজ্ঞরা। "রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। গুণগত সার্ভিস না পেলে ক্রেতাদের অভিযোগের সুযোগ থাকতে হবে। নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় পরপর অডিট করবেন, কেউ গাফিলতি করলে লাইসেন্স বাতিল," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. মোয়াজ্জেম। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এই খাতে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য স্টার্ট-আপ ফান্ড এবং গ্রাহকদের জন্য সহজ কিস্তির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। যদিও এর বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় রয়েছে খাত সংশ্লিষ্টদের মধ্যে। তারা বলছেন, বাংলাদেশে এই ধরনের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতা খুব

একটা ইতিবাচক নয়। ক্লিন-এর প্রধান নির্বাহী হাসান মেহেদি বলছেন, যুবক এবং নারীদের এই খাতে অন্তর্ভুক্ত করার যে চিন্তা সরকার করছে, অর্থের সংস্থান না হলে এই পরিকল্পনা খুব একটা কাজে আসবে না। "ইয়াং এবং নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারা এই সেক্টরে টিকে থাকতে পারবে না, যদি না তাদের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তার কোনো ব্যবস্থা করা হয়। অন্যথায় বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের খেয়ে ফেলবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

এটা কি বাধ্যতামূলক হবে?

বিদ্যুৎ বিভাগের ২০২৫ সালে দেওয়া একটি সার্কুলারে, যে-সব বহুতল ভবনের ছাদে ন্যূনতম এক হাজার বর্গফুট ব্যবহারযোগ্য জায়গা রয়েছে, সেখানে নেট মিটারিং সিস্টেমের আওতায় বাধ্যতামূলকভাবে রুফটপ সোলার স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই উদ্যোগ খুব একটা কাজে আসেনি বলেই মনে করেন- ক্লিন এর প্রধান নির্বাহী হাসান মেহেদি। তিনি বলছেন, এই উদ্যোগের ফলে শহরাঞ্চলের কিছু কিছু ভবনের ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপন করা হলেও খুব একটা এগোয়নি। ফলে এবার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কঠোর হবে কি না, সেই প্রশ্নও সামনে আসছে। অবশ্য বিদ্যুৎ বিভাগ সম্প্রতি যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সেখানে, স্বেচ্ছা ও অর্থনৈতিক সুবিধার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যেটি বাস্তবসম্মত হিসেবেই দেখছেন, সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তার মতে, "বাধ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। বিদ্যুতের মূল্য যেভাবে বাড়ছে, তাতে আগামীতে এত বেশি দামে গ্রিডের বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে না। ফলে মানুষ নিজেই খরচ কমানোর জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে যাবে।" জোর করে চাপানোর থেকে, রুফটপ সোলারের সব ধরনের সার্ভিস নিশ্চিত করা এবং এর লাভ মানুষকে বোঝানো বেশি কাজে দেবে বলেই মনে করেন মি. মোয়াজ্জেম। "কে ইন্সটল করে দেবে, কে সার্ভিস দেবে, এটা পরিষ্কার ছিল না। অতীতে রেকর্ড আছে, বসানোর পর ঠিকমতো কাজ করেনি। স্থানীয় পর্যায়ে রেজিস্টার্ড সার্ভিস প্রোভাইডার পাওয়া গেলে মানুষ নিজে থেকেই গ্রিডের পাশাপাশি সোলারের দিকে যাবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপালে বৃষ্টিতে আবারও বন্যার আশঙ্কার মধ্যে জীবিতদের সন্ধান চলছে

নেপালে আকস্মিক বন্যার চতুর্থ দিনের মতো জীবিতদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চলছে। যদিও সেখানে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে, যা নতুন করে বন্যার আশঙ্কা তৈরি করেছে। এখন পর্যন্ত ওই বিপর্যয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ৬২৬ জনে দাঁড়িয়েছে। এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ওই বন্যায় এখন পর্যন্ত ২,৪২৬ জন নিখোঁজ রয়েছে বলে কমকর্তারা জানিয়েছেন। নিখোঁজদের মধ্যে পাঁচশোর বেশি বিদেশি পর্যটক রয়েছে। বিবিসি সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, উত্তর নেপাল জুড়ে আবারও বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে এবং জরুরি উদ্ধারকারী দলগুলো সতর্ক করে বলছে যে, এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রধান প্রধান সড়ক ও সেতুগুলো ভেঙ্গে যাওয়ায় দুর্যোগ কবলিত এলাকায় পৌঁছতে বেগ পেতে হচ্ছে উদ্ধারকারীদের। সেই সাথে ওই এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত আরো সমস্যা তৈরি করেছে। বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে হেলিকপ্টারগুলো বারবার যাতায়াত করছে। ত্রিশূলিতে, সেনাবাহিনী আরও বন্যা হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে সতর্কবার্তা জারি করছে। এদিকে ওই বিপর্যয়ের পর তিব্বত অংশের ধ্বংসযজ্ঞের বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করে চীনের কর্তৃপক্ষ। সেসব ছবিতে ওই এলাকায়ও ব্যাপহ ক্ষয়ক্ষতির চিত্র দেখা যাচ্ছে। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত চীনের তিব্বত অংশে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫৫৪ মানুষ নিখোঁজ রয়েছে। নেপালের উদ্ধারকর্মীরা বিপর্যস্ত এলাকা থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষকে এ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিবেশী ভারতে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নেপাল থেকে বয়ে আসা নদীগুলো থেকে সাতটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যেগুলো এই বন্যার শিকার ব্যক্তিদের বলেই ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে বুধবারের আকস্মিক বন্যার ফলে সৃষ্টি হওয়া একটি হ্রদ থেকে আবার এরকম বন্যার তৈরি হতে পারে, এই আশঙ্কায় উদ্ধার কাজ স্থগিত করেছে চীন। উদ্ধার কার্যক্রম চলছে, তবে চীনের সামরিক বাহিনী সতর্ক করে দিয়েছে যে, সামনের কিছুদিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে, যা উদ্ধার কাজে বাধার পাশাপাশি ভূমিধস ঘটাতে পারে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

ইমাম খামেনেয়ী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইসলামী ঐক্যকে শক্তির ভিত্তি করেছেন

ইরাকের কুফা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক জোর দিয়ে বলেছেন, ইসলামী বিপ্লবের শহিদ নেতা ইমাম খামেনেয়ীর ইসলামী ঐক্যবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃত মুহাম্মাদি ইসলামের ভিত্তি থেকে উদ্ভূত। তিনি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত বৈরী ষড়যন্ত্র মোকাবিলার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে মুসলমানদের ঐক্যকে সামনে রেখেছিলেন। পার্সটুডে জানিয়েছে, ইরাকের কুফা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা কমিটির প্রধান ব্লাসেম আজিজ শাবিব আল-জামালি আল-মুসাভি ইসলামী ঐক্য বিষয়ক ৪০তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রান্তে ইরনা-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল- শহিদ ইমাম হজরত আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী হুসাইনি খামেনেয়ীর চিন্তায় ইসলামী ঐক্য। তিনি বলেন, শহিদ ইমাম খামেনেয়ী মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করার

ক্ষেত্রে ইসলামী ঐক্যকে একটি মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি আরও বলেন, ইমাম খামেনেয়ী মতপার্থক্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে দেখতেন না; বরং তিনি মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের ঐক্য, সংহতি ও পারস্পরিক বন্ধনের দিকে আহ্বান জানাতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক বলেন, মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও একত্রিত হওয়া তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় আরও শক্তিশালী ও সক্ষম করে তোলে।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২৯.০৮.২০২৬ নারগীস)

প্রতিরক্ষা সক্ষমতা গড়ে তোলা থেকে আমরা পিছপা হবো না : ইরান

ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বলেছেন, আমরা ইরানের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা গড়ে তোলা থেকে কখনও পিছপা হবো না। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইবনে আল-রেজা আরও বলেন, একটি শক্তিশালী ইরান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোনো ধরনের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ থেকে আমরা বিরত থাকব না। সাম্প্রতিক চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধগুলো আমাদের দেখিয়েছে, শক্তিশালী ইরান মানেই সবসময় প্রস্তুত থাকা ইরান। এমন একটি ইরান, যাকে প্রতিনিয়ত নিজের সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের হুমকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। এই পরিস্থিতি থেকে আমরা শিখেছি, আজ আমাদের যে সক্ষমতা রয়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা যাবে না; প্রতিদিন, নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজেদের শক্তি ও সক্ষমতা বাড়াতে হবে।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২৯.০৮.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

নেপাল-চীন সীমান্তে আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৮৬ জনে পৌঁছেছে

বুধবার, নেপাল ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানা ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় মোট ৫৮৬ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। নেপালি কর্তৃপক্ষের ভাষ্যানুযায়ী, এই বন্যায় ৫৭৯ জন নিহত হয়েছেন এবং ১ হাজার ৯২৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পাঁচজন জাপানির সাথে এখনও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের ভাষ্যানুযায়ী, সীমান্তে চীনের অংশে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫৫৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন। দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানায় যে, তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের শিগাৎসে শহরে একটি প্রতিবন্ধক হ্রদের আয়তন বাড়ছে, যা আরেকটি বিপর্যয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। ধারণা করা হচ্ছে, আকস্মিক বন্যার কাদা ও আবর্জনা একটি নদীর গতিপথ রুদ্ধ করার ফলে এই হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। একজন নেপালি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে রয়টার্স সংবাদ সংস্থা জানায় যে, বন্যাপ্রবণ এলাকার উজানে দুটি হ্রদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি শুক্রবার থেকে উপচে পড়া শুরু করেছে। ওই কর্মকর্তা সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, বন্যার ঝুঁকি অব্যাহত থাকবে। জাতিসংঘের একজন মুখপাত্র শুক্রবার সাংবাদিকদের জানান যে, বিশ্ব সংস্থাটি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ বাড়াতে কাজ করছে। ওই মুখপাত্রের ভাষ্যমতে, নেপালের নুয়াকোট ও রাসুয়া জেলা জুড়ে অন্তত ২০ হাজার পরিবারের খাদ্য সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে এবং ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষের জরুরি ভিত্তিতে পানি, পয়নিস্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা সহায়তা প্রয়োজন রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

যুক্তরাষ্ট্র-ভেনেজুয়েলার 'বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো' তেল চুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার জানিয়েছেন, ভেনেজুয়েলার তেল মজুতের একটি বড়ো অংশের নিয়ন্ত্রণ নিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে। নিজ মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি এটিকে "বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো তেল চুক্তি" বলে অভিহিত করেছেন। চুক্তিটি নিয়ে আলোচনা করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এবং ভেনেজুয়েলার অন্তবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ। ট্রাম্পের দাবি, এতে মার্কিন করদাতাদের কোনো খরচ হবে না। রদ্রিগেজ এই চুক্তিকে "ঐতিহাসিক" আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এর মাধ্যমে ১০০ বিলিয়ন ডলার বেসরকারি বিনিয়োগ এবং ২০৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি কর রাজস্ব আসবে ভেনেজুয়েলার কোষাগারে। চুক্তির আওতায় প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ব্যারেল তেল থাকবে, যা ভেনেজুয়েলার মোট প্রমাণিত মজুতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। বিস্তারিত এখনও স্পষ্ট নয়, তবে রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী মার্কিন কোম্পানিগুলোকে তেলক্ষেত্র লিজ দেওয়ার একটি মডেল বিবেচনায় রয়েছে। অন্যদিকে অ্যাক্সিওসের তথ্যমতে, এটি দুই সরকার ও মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর মধ্যে একধরনের "পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ"। এই চুক্তি এমন সময়ে এলো, যখন মার্কিন কৌশলগত তেল মজুত চার দশকের সর্বনিম্নে। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রমাণিত তেল মজুত (৩০৩ বিলিয়ন ব্যারেল) থাকা সত্ত্বেও দুর্বল ব্যবস্থাপনা, ভঙ্গুর পরিকাঠামো ও নিষেধাজ্ঞার কারণে ভেনেজুয়েলার উৎপাদন দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে। উল্লেখ্য, প্রায় ৯ মাস আগে মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করে আটক করে, যিনি বর্তমানে নিউইয়র্কে মাদক পাচার ও নার্কো-সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে বিচারাধীন।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৯.০৮.২০২৬ রনি)

কিয়েভের কাছে অস্ত্রাগারে রুশ হামলা, নিহত ৩৭

শুক্রবার গভীর রাতে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের কাছেই একটি অস্ত্রাগারে ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এতে অন্তত ৩৭ জন নিহত হয়েছেন। চলতি বছরের অন্যতম প্রাণঘাতী এই হামলাটি দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে

কিয়েভের কাছাকাছি থাকা অস্ত্রাগারে দ্বিতীয়বারের ঘটল। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এক্স প্ল্যাটফর্মে এক ভিডিওবার্তায় বলেন, "মানুষের একেবারে পাশে বিস্ফোরক মজুত রাখার এই ভয়াবহ অবহেলা মেনে নেওয়া যায় না।" গত মাসে ভিশনেভেতে ঘটে যাওয়া একই ধরনের আরেকটি হামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট। ওই হামলায় দশজন নিহত হয়েছিলেন। কিয়েভের বুচা জেলার এই অস্ত্রাগারে হামলার ফলে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ আগুন ও বিস্ফোরণে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন ৩৭০ জনেরও বেশি মানুষ। আহত হয়েছেন অনেকেই। নিহতদের মধ্যে আছেন দিমিত্রিভকা সম্প্রদায়ের প্রধান তারাস দিদিচ, যিনি উদ্ধারকাজে প্রথম দিকেই ছুটে গিয়েছিলেন। হামলায় অন্তত ৫০টি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানান আঞ্চলিক গভর্নর তিমুর টকাচেঙ্কো। শুক্রবারের এই হামলার আগে টানা দুইদিন ধরে চলে বিমান হামলার সতর্কতা। জেলেনস্কি বলেন, জেট-চালিত ড্রোন দিয়ে কিয়েভে প্রায় থেমে-থেমে হামলা চলছে এবং এই ধরনের হামলা মোকাবিলায় ইউক্রেনকে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। উল্লেখ্য, ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণাঙ্গ আগ্রাসন শুরুর সাড়ে চার বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৯.০৮.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

গুম-খুন ও জুলাই শহিদ পরিবারের পাশে থাকবে সরকার : প্রধানমন্ত্রী

দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদ ও ভুক্তভোগীদের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গুম-খুনের শিকার এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ও শহিদ পরিবারের পাশে থাকার দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, "সীমিত সম্পদের মধ্যেও আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে আপনাদের পাশে থাকার। যে অপূরণীয় ক্ষতি আপনাদের হয়েছে, তা কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয়। তবুও আমরা আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো।" শনিবার (২৯) দুপুরে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। গুম-খুনের শিকার পরিবার এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ও শহিদ পরিবারের ৭৪ সদস্যের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আবেগময় কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা এমন কিছু মানুষকে স্মরণ করছি, যাদের আজ আমাদের মাঝে থাকার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তারা নেই। তাদের মহান ত্যাগের বিনিময়েই আজ দেশের ২০ কোটি মানুষ ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে।" তিনি বলেন, "আজ যারা আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত, তারা কোথায়, কী অবস্থায় আছে- একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন। আমাদের উচিত, দুই হাত তুলে আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য দোয়া করা, যাতে আল্লাহ তাদের সর্বোচ্চ ভালো অবস্থায় রাখেন।" ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীনতাত্তোর বিভিন্ন সময়ের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং সর্বশেষ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আত্মদানকারীদের কথা উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, "১৯৭১ সালের বীর মুক্তিযোদ্ধা, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন সময়ে গুম-খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিবর্গ এবং জুলাই আন্দোলনের শহিদ ও ক্ষতিগ্রস্তদের যে লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, এ সরকার তা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। হয়ত বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে অনেক সময় দ্রুত সবকিছু সম্ভব হয় না, কিন্তু আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাবো।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "স্বাভাবিকভাবে বড়ো কিছু অর্জন করতে গিয়ে যারা বড়ো ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তারা অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। যারা আছে, তাদের বলবো, আপনারা এ দেশের মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করবে, আপনারা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন বাজি রেখেছেন, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ ইউনিট, খোঁজ দিলে ২ লাখ টাকা পুরস্কার

লুট হওয়া ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ ইউনিট গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। একইসঙ্গে অস্ত্র উদ্ধারে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করলে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। শনিবার (২৯ আগস্ট) রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আয়োজিত 'ত্রৈমাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা' শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পুলিশ সুপার, ডিআইজি, পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত আইজিপি, আইজিপিসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পুলিশের বিভিন্ন সমস্যা, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। পুলিশ বাহিনীকে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী আরও জনবান্ধব ও দক্ষ বাহিনীতে পরিণত করতে কাজ চলছে। তিনি বলেন, লুট হওয়া ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বিশেষ একটি ইউনিট গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার গোয়েন্দা তথ্যের সহায়তা নিয়ে ইউনিটটি এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে। কার্যক্রম আরও জোরদার করতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অস্ত্র উদ্ধারে তথ্যদাতাদের পুরস্কারের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, হেভি ওয়েপনস উদ্ধারে সহযোগিতা বা তথ্য দিলে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। পিস্তল, রিভলভার, শটগানসহ এ ধরনের অস্ত্র উদ্ধারে তথ্য দিলে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার

দেওয়া হবে। এছাড়া সাউন্ড গ্রেনেড, লুট হওয়া টিয়ারগ্যাস সেলসহ অন্যান্য লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে সহযোগিতা করলে ক্ষেত্রবিশেষে ১০ হাজার, ১৫ হাজার ও ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি, হাসনাতের দুঃখপ্রকাশ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাবদিহিতা চেয়ে সংসদে যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটির জন্য ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার কথা বলে দুঃখপ্রকাশ করেছেন কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। জাতীয় সংসদের অধিবেশনে গত বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) হাসনাত আবদুল্লাহ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধের অভিযোগ তুলে সম্পূরক প্রশ্ন করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে। তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ মিছিল হয়। শুধু তাই নয়, ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কোনো কর্মসূচি হতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে তিনি এ দুঃখপ্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাবদিহিতা চেয়ে সংসদে যে বক্তব্য দিয়েছিলাম, তাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়ায় দুঃখপ্রকাশ করছি। হাসনাত লেখেন, ‘মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গান-বাজনা, সিনেমা অনেকটা নিষিদ্ধের মতোই। এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতার দায় আসলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। সেখানকার আলেম-ওলামাদের ওপর দিয়েছেন। তাদের ভাবমূর্তি বিশ্বের সামনে ক্ষুণ্ণ করেছেন।’ কনসার্ট বন্ধ প্রসঙ্গে হাসনাত লেখেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পুলিশের কনসার্ট বন্ধ হওয়ার খবর মিডিয়ায় যেভাবে এসেছিল, বাস্তব চিত্র তা থেকে আলাদা ছিল। গভীর রাতে উচ্চশব্দের কারণে মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। তাই শিক্ষার্থীরা সাউন্ড কমাতে বলে। এ নিয়ে পুলিশ ও শিক্ষর্থীদের কথা কাটাকাটি থেকে পরবর্তী ঘটনা ঘটে। কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন পুলিশের লাঠিপেটায়। মিডিয়া ভিন্নভাবে উপস্থাপন করলেও, ঘটনাপ্রবাহ থেকে এটা স্পষ্ট, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা কনসার্ট বন্ধ করে দেয়নি। তারা শুধু শব্দ কমাতে বলেছিলেন। এর মানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ নয়, যেমনটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন। যার মাধ্যমে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষকে সম্পর্কে ভুল বার্তা দিয়েছিলেন, তাদেরকে ছোটো করেছিলেন। তিনি লেখেন, ‘অন্যদিকে নৌকাবাইচের বিষয়টিতে স্থান নিয়ে আমার তথ্যগত ত্রুটি হয়েছে। সিলেটের জায়গায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া বলে ফেলি। এ ত্রুটিতে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমি বিব্রত। অনাকঙ্খিত পরিস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। যদিও পাশাপাশি মূল ঘটনা কী ছিল, মিডিয়া কী ফ্রেমিং করেছে, সেটা নিয়ে সংসদে কথা বলা আমার উচিত ছিলো; কিন্তু সম্পূরক প্রশ্নে সময় সীমাবদ্ধতার কারণে বিস্তারিত বলার সুযোগ ছিল না।’ এই সংসদ সদস্য লেখেন, ‘সবশেষে একটি কথা আমি পুনর্ব্যক্ত করছি আমি এবং আমার দল আমরা জুলাইয়ের আদর্শকে ধারণ করি এবং সকল নীতি, সিদ্ধান্ত সেই আদর্শের উপর নির্ভর করেই নিতে চাই। জুলাই একটা সর্বজনীন সমাজের স্বপ্ন দেখায়, যেখানে সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা হবে এবং কেউ কারো মত বা দৃষ্টিভঙ্গি আরেকজনের উপর চাপিয়ে দেবে না। বিতর্ক থাকবে, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকবে, কিন্তু কেউ কাউকে জোর করবে না, তার মতামতকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য মতামত হিসেবে গ্রহণ করতে। জুলাই এই common minimum ground-এর ঐক্যের প্রতীক। এই আদর্শের প্রতি আমি কমিটেড ছিলাম, আছি, থাকব এবং তার ভিত্তিতেই আমি বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও গ্রুপ বা ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে কারও উপর জোর খাটান, কাউকে বাধ্য করেন নিজের মতামতকে চাপিয়ে দিতে, তাহলে সরকারের দায়িত্ব সেটাকে প্রতিহত করা, সকল মানুষের সমান অধিকারকে নিশ্চিত করা। সরকার যখন সেই দায়িত্ব পালনে দ্বিধা করে, অস্বীকৃতি জানায়, তখন দেশের আইন-শৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা ভেঙে পড়ে, সরকারের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। আমি এই কথাটাই সংসদে বলতে চেয়েছি। এই বাংলাদেশ সবার- এই বাংলাদেশে মসজিদ থাকবে, মন্দির থাকবে, সঙ্গীত থাকবে, ওয়াজ থাকবে, মাজার থাকবে, কনসার্ট হবে, মাহফিল হবে, রথযাত্রা হবে, সিনেমা উৎসব হবে, আবার বিজ্ঞ আলেমদের আলোচনাও হবে। সকল ধর্মের, মতের মিলনস্থল আমার এই বাংলাদেশ। যার যেটা পছন্দ হবে, সে সেটায় যাবে, অংশ নেবে, যার যেটা পছন্দ হবে না, সে সেটায় যাবে না। আর সরকার এইটুকু নিশ্চিত করবে, কেউ যেন আরেকজনের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়, এমন কিছু করতে না পারে।’ সবশেষ তিনি লেখেন, ‘আজকে সরকার সেই নিরাপত্তা দিতে পারছে না এবং তার ফলে সমতার যে বাংলাদেশ আমরা গড়তে চাচ্ছি, তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জুলাই ছিলো ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের আন্দোলন। জুলাই ছিল মানুষকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলন, সর্বজনীন সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলন, যা বাংলাদেশের বৈচিত্র্যকে সম্মান করবে। আমাদের চেষ্টা সেই বাংলাদেশ গড়বার জন্য, সে চেষ্টাই আমরা করছি এবং করে যাব।’
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

ব্রডব্যান্ডে বিদেশি বিনিয়োগে বড়ো ছাড়, বৈষম্যের শঙ্কা দেশীয় উদ্যোক্তাদের

টেলিযোগাযোগ খাতের নতুন খসড়া নীতিমালায় বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ ও মোবাইল অপারেটরের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি মূলধনের সুযোগ রাখার প্রস্তাব রয়েছে। একইসঙ্গে নতুন লাইসেন্স কাঠামো, অবকাঠামো ভাগাভাগি ও একাধিক স্তরে

বিনিয়োগের বিধান নিয়েও তৈরি হয়েছে নতুন আলোচনা। দেশীয় উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের পাশাপাশি তাদের জন্যও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার টেলিযোগাযোগ খাতের নীতিমালা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়। সে সময়কার খসড়ায় থানা ও ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার (আইএসপি) লাইসেন্স বিলুপ্তির উদ্যোগে প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে ছোটো আইএসপি প্রতিষ্ঠানগুলো। নানা পক্ষ থেকে আপত্তি আসায় অন্তর্বর্তী সরকার সেই নীতিমালা চূড়ান্ত করতে পারেনি। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে খসড়া নীতিমালায় আরও পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়। তবে বিএনপি সরকারের এই নীতিমালায়ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। 'টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং পলিসি, ২০২৬'-এর নতুন খসড়ায় মোবাইল অপারেটরে সর্বোচ্চ ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি মূলধনের সুযোগ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা ৮০ শতাংশ করার প্রস্তাব রয়েছে। খসড়া অনুযায়ী, মোবাইল অপারেটরের ক্ষেত্রে অন্তত ১০ শতাংশ অর্থবহ স্থানীয় বা বাংলাদেশি মালিকানা থাকতে হবে। ইন্টারনেট সেবাদাতাদের ক্ষেত্রে অন্তত ২০ শতাংশ দেশীয় মালিকানা বাধ্যতামূলক রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধের ২ হাজার ব্লক লুট, ঝুঁকিতে বোরো ফসল

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে ডিঙাপোতা হাওরের চরহাইজদা ফসলরক্ষা বাঁধ থেকে দুই হাজারের বেশি কংক্রিটের ব্লক লুটের অভিযোগ উঠেছে। গত ১৮ আগস্ট দিবাগত রাত থেকে গাগলাজুর ইউনিয়নের করাচাপুর গ্রামের সামনে বাঁধটি থেকে এসব ব্লক তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন। তাদের অভিযোগ, প্রশাসন ও পুলিশকে বিষয়টি জানানো হলেও লুটপাট বন্ধে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ ঘটনায় গত ২৩ আগস্ট মোহনগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) উপসহকারী প্রকৌশলী মো. এনায়েত হোসেন। পাউবো সূত্রে জানা যায়, ডিঙাপোতা হাওরের বোরো ফসল রক্ষায় ২০১৯ সালে ৩৯ কোটি ৬৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫ দশমিক ৩ কিলোমিটার অতিঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ব্লক দিয়ে স্থায়ী ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় লোকজন ও পাউবো কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৮ আগস্ট রাতে বাঁধ থেকে দুই হাজারের বেশি ব্লক তুলে নেওয়া হয়। পরদিন বিষয়টি জানাজানি হলে পাউবোর পক্ষ থেকে থানায় জিডি করা হয়। তবে এরপরও রাতের আঁধারে বাঁধ থেকে ব্লক তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এর আগেও প্রায় দেড় মাস আগে দুর্বৃত্তরা বাঁধটির কয়েকটি অংশ কেটে দিয়েছিল। তখনও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরান্তর গ্রামের বাসিন্দা বজলু মিয়ার অভিযোগ, ১৮ আগস্ট রাতে তিনি দেখতে পান পাশের ধরুন বানিয়াহারী গ্রামের ২৭-২৮ জন ব্যক্তি নৌকায় করে বাঁধের ব্লক তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বাধা দিলে তাকে অশালীন ভাষায় গালাগাল ও দেশীয় অস্ত্র দেখিয়ে ভয়ভীতি দেখানো হয়। পরে তিনি সেখান থেকে চলে যান। এর জেরে পরদিন রাতে তার মাছের আড়তে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন বজলু মিয়া।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

উত্তপ্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এনসিপি-কওমি ছাত্রদের কর্মসূচি ঘিরে যা জানা গেল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টির কর্মসূচি ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। শনিবার (২৯ আগস্ট) বিকেল ৪টায় জেলা শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে সাংগঠনিক সমন্বয় সভা আহ্বান করেছে এনসিপি। তবে এই কর্মসূচির আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিয়ে সংসদে এমপি হাসনাত আব্দুল্লাহর বক্তব্য প্রত্যাহার ও ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে কওমি ছাত্র ঐক্য পরিষদ। শুক্রবার রাতে শহরের বিক্ষোভ করেছেন তারা। পাশাপাশি শনিবার বিকেল ৩টায় একই স্থানে ইসলামি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘোষণা দিয়েছে কওমি ছাত্র ঐক্য পরিষদ। এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সংগঠন মো. আতাউল্লাহ এই বিষয়ে জানান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পূর্বঘোষিত আজকের সাংগঠনিক সমন্বয় সভা বিকেল ৪টায় জেলা শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ। সভায় কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। এদিকে, কওমি ছাত্র ঐক্য পরিষদ নেতা আব্দুল খালেক জানান, গতকাল রাতে আমরা এনসিপির বিরুদ্ধে একটি মিছিল ও গণসমাবেশ করেছি। আমাদের তিনটি দাবি ছিল, হাসনাত আব্দুল্লাহ সংসদে যে মিথ্যাচার করেছে, এই মিথ্যাচারের জন্য লাইভে এসে ক্ষমা চাইতে হবে, পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে ক্ষমা চাইতে হবে, জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তার এই বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু আমাদের এই দাবি তারা মানেনি, তাই আমরা আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা করছি। বিকেল তিনটায় শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে কুরআন তিলাওয়াত, হামদ নাত এবং ইসলামি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ঘোষণা করছি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইসলাম প্রিয় সবাইকে এই কর্মসূচি সফল করার জন্য আহ্বান করছি। তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক মো. আবু সাঈদ বলেন, এনসিপি একটি অনুষ্ঠানের জন্য আবেদন করেছিল। অনুষ্ঠান আর রাজনৈতিক কর্মসূচি এক না, তাই সেটির ভেন্যু বাতিল করা হয়েছে। আর কওমি ছাত্র ঐক্য পরিষদতো কোনো আবেদন করেনি। শিল্পকলায় কোনো প্রোগ্রাম হবে না। পরবর্তীতে পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

বিকেলে ২৮৯৪ মেগাওয়াট লোডশেডিংয়ের আভাস, ভোগাবে রাতেও

দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি অব্যাহত থাকায় শনিবার (২৯ আগস্ট) সর্বোচ্চ ২৮৯৪ মেগাওয়াট লোডশেডিং হতে পারে। বিকেল ৫টায় লোডশেডিং সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর আশঙ্কা করা হচ্ছে। শনিবার (২৯ আগস্ট) পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির (পিজিসিবি) তথ্য বিশ্লেষণ করে এ চিত্র দেখা গেছে। তথ্য বলছে, সকাল ১০টায় ১ হাজার ৩ মেগাওয়াট এবং দুপুর ১২টায় ১ হাজার ২০৩ মেগাওয়াট লোডশেডিং হবে। তবে বিকেলের দিকে বিদ্যুতের ঘাটতি দ্রুত বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। দুপুর ২টায় লোডশেডিং ১ হাজার ৪৭১ মেগাওয়াট থেকে বিকেল ৩টায় ২ হাজার ৪৮৩ মেগাওয়াট এবং বিকেল ৪টায় ২ হাজার ৫৯৩ মেগাওয়াটে উঠতে পারে। বিকেল ৫টায় সর্বোচ্চ ২৮৯৪ মেগাওয়াট লোডশেডিংয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এরপর সন্ধ্যায় কিছুটা কমলেও, রাতে আবার বাড়তে পারে লোডশেডিং। সন্ধ্যা ৬টায় ২২১৬ মেগাওয়াট, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ১৫২৮ মেগাওয়াট এবং সন্ধ্যা ৭টায় ২৭৭০ মেগাওয়াট লোডশেডিং হতে পারে। রাত ৮টায় ২৫৫০ মেগাওয়াট এবং রাত ৯টায় ২৭০৩ মেগাওয়াট লোডশেডিংয়ের পূর্বাভাস রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

দলীয় অনুষ্ঠানের নামে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রীর বার্তা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দলীয় অনুষ্ঠানের নামে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনুদান, চাঁদা দাবি, চাঁদা আদায় কিংবা অর্থ সংগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন পিরোজপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর। তিনি তার ব্যক্তিগত ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দলের নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে কেউ চাঁদাবাজি, সুবিধাবাদী কর্মকাণ্ড কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করলে প্রমাণ সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আইনের আওতায় আনা হবে। প্রতিমন্ত্রী ফেসবুক পোস্টে আরও বলেন, দলীয় পরিচয় ব্যবহার করে কেউ কোনো প্রকার চাঁদাবাজি, সুবিধাবাদী কর্মকাণ্ড, ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল কিংবা দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এসময় তিনি দলের শৃঙ্খলা, নীতি ও ভাবমূর্তি রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ও সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই শহিদ ও গুমের শিকার পরিবারের আরও ৭৪ জন চাকরি পেলেন

গুম-খুনের শিকার এবং জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের ৭৪ জনকে চাকরির নিয়োগপত্র দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে তেজগাঁওয়ে নিজ কার্যালয়ে করবী হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এই নিয়োগপত্র তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন জানান, আজ (শনিবার) গুম-খুনের শিকার এবং জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের ৭৪ জনকে চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ১০ জনের হাতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিয়োগপত্র তুলে দেন। নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন- গুমের শিকার ইফতেখার আহমেদ দিনারের ভাই ইশফাক আহমেদ, নুরুজ্জামান জনির ভাই মনিরুজ্জামান হীরা, আনোয়ার হোসেন মাহবুবের ভাই আনান হোসেন নূর, সেলিম রেজা পিন্টুর ভাই হাসনাইন রেজা এবং খালেদ হোসেন সোহেলের স্ত্রী শাম্মী সুলতানা। জুলাই অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধা দৃষ্টিশক্তিহীন আলাল আহমেদ, শহিদ আলভীর বাবা মো. আবুল হোসাইন, শহিদ আহনাফের মা জারতাজ পারভীন, আহত যোদ্ধা কাজী সাইমুম সিরাজ এবং ইসরাফিল ইসলামের ভাই মাহবুব আলম প্রমুখ প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে নিয়োগপত্র নেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির দায়িত্ব নিলেন আইরিন খান

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকারকর্মী আইরিন জুবাইদা খান। নিউইয়র্কে স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৮ আগস্ট) জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের কাছে পরিচয়পত্র পেশের মাধ্যমে বিশ্ব সংস্থাটিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেন তিনি। মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইন, শরণার্থী সুরক্ষা, আইনের শাসন ও টেকসই উন্নয়নে আইরিন খানের কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা রয়েছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। নতুন দায়িত্ব নেওয়ার আগে ২০২০ সাল থেকে তিনি মতপ্রকাশ ও মতামতের স্বাধীনতার অধিকার সুরক্ষা ও প্রসারে জাতিসংঘের বিশেষ র্যাপোর্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে, ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব ছিলেন আইরিন খান। সংগঠনটির নেতৃত্ব দেওয়া প্রথম নারী তিনি। ২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ল' অর্গানাইজেশনের (আইডিএলও) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইরিন। কর্মজীবনের শুরুর দিকে জাতিসংঘের শরণার্থী-বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ে (ইউএনএইচসিআর) ২১ বছর কাজ করেন আইরিন খান। সেখানে ভারতের চিফ অব মিশন এবং আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ ইসলামী আন্দোলনের

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে আন্দোলনে ইসলামপন্থিদের ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি শেখ ফজলুল করীম

মারুফ। তিনি বলেন, "জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছিল পুরোনো বন্দোবস্ত ছুড়ে ফেলে দেশ উপযোগী নতুন বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু জুলাইয়ের সামনের সারির কতিপয় নেতা পুরোনো সিস্টেমকে নতুন সিস্টেম হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। যার প্রভাব জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরেও পড়েছে।" শনিবার (২৯ আগস্ট) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নেতাদের নিয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। শেখ ফজলুল করীম মারুফ বলেন, "জুলাই থেকে ইসলামপন্থিদের মুছে দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম (পীর সাহেব চরমোনাই)-এর বক্তব্যের মাধ্যমে থেমে যাওয়া আন্দোলনে নতুন ফুয়েল পেয়েছিল ছাত্রসমাজ।" তিনি আরও বলেন, "আবু সাঈদ শহিদ হওয়ার পর ১৯ জুলাই ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রতিবাদ জানিয়ে পীর সাহেব চরমোনাই বলেছিলেন, 'হে নরপিশাচ! তুই আমার সন্তানের বুকে কেন গুলি করলি?' আন্দোলনের শুরু থেকে বিশেষ করে ৩, ৪ ও ৫ আগস্ট ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথের উত্তপ্ত স্লোগান 'দফা এক, দাবি এক শেখ হাসিনার পদত্যাগ' এর গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোও জাদুঘরে স্থান দেওয়া হয়নি।" তিনি মূলত জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের আংশিক প্রদর্শনীকে পূর্ণাঙ্গ হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর দাবি করে বিকৃত উপস্থাপনাকে ধিক্কার জানান। এ সময় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি কেএম শরীয়াতুল্লাহ বলেন, "জুলাইকে বাঁচিয়ে রাখতে এত বড়ো একটি প্রজেক্ট করা হয়েছে। অথচ মনে হয় দেখার মতো কেউ নেই। জঘন্য টিকিটিং সিস্টেম, চেকিং সিস্টেমের জিরো লেভেল এবং ইতিহাসের কাটিং উপস্থাপন এ দেশের জনগণের মনে আঘাত দিয়েছে।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

১৩ দিনে হাইকোর্টে ৬৭ হাজার পুরোনো মামলা নিষ্পত্তি

বছরের পর বছর ঝুলে থাকা মামলার নিষ্পত্তি আর বিচারপ্রার্থীদের অপেক্ষা দূর করতে এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিয়েছেন দেশের উচ্চ আদালত। প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর বিশেষ উদ্যোগে মাত্র ১৩টি কার্যদিবসে নিষ্পত্তি হয়েছে ৬৭ হাজারেরও বেশি পুরোনো মামলা। গত ৭ মে থেকে হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল মোশন এবং রিট মোশন বেঞ্চগুলোর বিচারপতিরা দীর্ঘদিনের পুরোনো মামলা নিষ্পত্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতি সপ্তাহের নির্দিষ্ট একদিনে বৃহস্পতিবার পুরোনো ক্রিমিনাল মিস ও রিট মামলা নিষ্পত্তির বিশেষ কার্যক্রম শুরু করেন। তারই ধারাবাহিকতায় এসব মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে। পুরোনো মামলা নিষ্পত্তির এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল বলছেন, পুরোনো মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির এ ধরনের উদ্যোগ শুধু বিচারপ্রার্থীদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটাবে না বরং বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় করবে। গত মে মাসে দেশের প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল মোশন বেঞ্চ এবং রিট মোশন বেঞ্চের বিচারপতিদের দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন পুরোনো ক্রিমিনাল মিস ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

জ্বালানি সংকট নিরসন দাবির লংমার্চেও এক লাখ লিটার তেল খরচ করবে বিরোধীদল

বিরোধীদল দেশে জ্বালানি সংকটের কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। জ্বালানি সংকট নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তারা যে লংমার্চ করবে, তাতে খরচ হবে এক লাখ লিটার জ্বালানি তেল। শনিবার (২৯ আগস্ট) প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির নেতা-কর্মীদের নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রতিমন্ত্রী। পরে তারা দোয়া ও মোনাজাত করেন। চলতি (২০২৬-২৭) অর্থবছরের মধ্যেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ নির্বাচনে কোনো ধরনের দলীয় প্রভাব থাকবে না এবং দলীয়ভাবে কোনো প্রার্থীও দেওয়া হবে না। তবে দলের ত্যাগী ও যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি বিএনপির সমর্থন থাকবে। মীর শাহে আলম বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় দিতে সরকার প্রস্তুত রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী এ নির্বাচনের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী সমর্থনের বিষয়ে তিনি বলেন, ভোটে জিতে আসার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিগত সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামে মাঠে দেখা যায়নি- এমন প্রার্থীকে সমর্থন দেবে না বিএনপি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রভাব বিস্তার না করতে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন রয়েছে বলেও জানান তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাঁচটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে নির্বাচন কমিশন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সব ধরনের সহযোগিতা করবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

দেশে সারের কোনো সংকট নেই, কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে ব্যবস্থা

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, দেশে সারের কোনো সংকট নেই। একটি মহল পরিকল্পিতভাবে সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। বেশি টাকা দিলে যে-সব খুচরা বিক্রেতা সার সরবরাহ করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফরিদপুরে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন, ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. মাজহারুল ইসলাম। কৃষিমন্ত্রী বলেন,

এই সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। কৃষকের উন্নতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সরকার তা করবে। সরকার বিশ্বাস করে, কৃষকের উন্নতি হলে দেশের অগ্রগতি হবে। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন কারণে মাটির গুণগত অবস্থা আগের মতো ভালো নেই। তবে ফরিদপুরের মাটি এখনো দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা। এ ধরনের উর্বর মাটি দেশের অন্য অনেক জেলায় পাওয়া কঠিন। ফলে ফরিদপুরের কৃষিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

তিনদিনেই ৮ কোটি টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ, শীর্ষে ঢাকা

'চাঁন্দাবিডি ডটকমে' মাত্র তিনদিনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৩৭৬টি চাঁদা দাবির অভিযোগ জমা পড়েছে। এসব অভিযোগে দাবিকৃত অর্থের সম্মিলিত পরিমাণ ৮ কোটি ৪৫ লাখ ১৮ হাজার ৪০১ টাকা। বেনামে অভিযোগ গ্রহণকারী অনলাইন পাবলিক লেজার 'চাঁন্দাবিডি ডটকমে' সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে এ চিত্র পাওয়া গেছে। শনিবার (২৯ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিভাগভিত্তিক হিসাবে অভিযোগ ও দাবিকৃত অর্থ- উভয় ক্ষেত্রেই শীর্ষে রয়েছে ঢাকা বিভাগ। ঢাকায় ১৫২টি অভিযোগে প্রায় ৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা মোট রিপোর্ট করা অর্থের প্রায় ৬৩ দশমিক ৯ শতাংশ। অভিযোগের সংখ্যায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ। সেখানে ৭৪টি অভিযোগে প্রায় ৪০ লাখ ১৭ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছে। রাজশাহীতে ৩৮টি অভিযোগে প্রায় ১ কোটি ৬ লাখ এবং রংপুরে ৩১টি অভিযোগে প্রায় ৮৯ লাখ ১৩ হাজার টাকা দাবির তথ্য পাওয়া গেছে। অন্য বিভাগগুলোর মধ্যে বরিশালে ২৫টি অভিযোগে প্রায় ৩ লাখ ৮৪ হাজার, খুলনায় ২৪টি অভিযোগে প্রায় ২৫ লাখ ৪২ হাজার, ময়মনসিংহে ২০টি অভিযোগে প্রায় ১২ লাখ ৬৪ হাজার এবং সিলেটে ১২টি অভিযোগে প্রায় ২৮ লাখ ৫৭ হাজার টাকা দাবির তথ্য জমা পড়েছে। এ হিসাবে অভিযোগের সংখ্যা ও দাবিকৃত অর্থের অনুপাত সব বিভাগে সমান নয়। চট্টগ্রামে অভিযোগ বেশি হলেও দাবিকৃত অর্থ তুলনামূলক কম। অন্যদিকে রাজশাহী ও রংপুরে অভিযোগ কম হলেও টাকার অঙ্ক তুলনামূলক বেশি। সাইটটিতে নতুন সুবিধা হিসেবে 'চাঁদার ম্যাপ' যুক্ত করা হয়েছে। এ মানচিত্রে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা বা থানা অনুযায়ী অভিযোগের অবস্থান দেখা যায়। কোনো চিহ্নের ওপর মাউস রাখলে বা মোবাইলে স্পর্শ করলে দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ দেখা যায়। চিহ্নে ক্লিক করলে অভিযোগের স্থান, ঘটনার ধরন, দাবিকৃত অর্থ, ফলাফল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

কপ-১৭ সম্মেলনের সাইডলাইনে পরিবেশমন্ত্রীর চার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মরুকরণ মোকাবিলা কনভেনশনের ১৭তম কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ (ইউএনসিসিডি কপ১৭)-এর সাইডলাইনে বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু চারটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। শনিবার (২৯ আগস্ট) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। কপ-১৭ সম্মেলন চলাকালীন সাইডলাইনে অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলোতে ভূমি অবক্ষয় ও খরা মোকাবিলা, জলবায়ু সহনশীলতা, বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বাণিজ্য, শ্রম অভিবাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়। পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমি অবক্ষয়ের মতো আন্তঃসীমান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব জোরদার করা জরুরি। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সফল উদ্যোগ থেকেও বাংলাদেশ শিখতে আগ্রহী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গে ৩ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৯৪৩

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ৩টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ৯৪৩টি শিশু। শনিবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৮৬৪টি শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৯টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৯৬৩টি শিশু মারা গেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

ডেঙ্গুতে আরও দুইজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৯৯৬

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও দুইজন মারা গেছেন। এ নিয়ে চলতি বছরে মোট ৯০ জনের মৃত্যু হলো। এছাড়া নতুন ৯৯৬ জন রোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর ফলে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ১০১ জন। শনিবার (২৯ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের ডেঙ্গু সংক্রান্ত নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, মারা যাওয়া দুইজনই পুরুষ। তাদের একজনের বয়স ৫১ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে এবং আরেকজনের বয়স ৬১ থেকে ৬৫

বছরের মধ্যে। মোট মৃতদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ৯০ জনের মধ্যে নারী ৫১ জন বা ৫৭ দশমিক ৩ শতাংশ এবং পুরুষ ৩৮ জন বা ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

মিছিল করতে গিয়ে ধরা, কারাগারে ছাত্রলীগ-যুবলীগের ১৪ নেতাকর্মী

চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশে মিছিলের প্রস্তুতিকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ১৪ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নগরের মুরাদপুর ১ নম্বর রেলগেট এলাকার সড়ক থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পাঁচলাইশ মডেল থানা পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক ও পরিদর্শক (তদন্ত) অমিতাভ দত্তের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অভিযান চালায়। এ সময় মিছিল করার প্রস্তুতিকালে ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, গ্রেফতার ব্যক্তিরা কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী যুবলীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শনিবার (২৯ আগস্ট) পাঁচলাইশ মডেল থানায় মামলা হয়েছে। মামলায় সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩)-এর ৬(২), ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩ ও ১৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার পর গ্রেফতার ১৪ জনকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলেও জানান ওসি মোজাম্মেল হক।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

মাদক কারবারি ধরতে কড়াইল বস্তিতে চলছে অভিযান

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে মাদকবিরোধী অভিযান চালাচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকসহ বেশ কয়েকজন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় ডিএনসির ঢাকা মেট্রো উত্তর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আবু সাঈদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, কড়াইল বস্তিতে মাদকবিরোধী অভিযান চলমান রয়েছে। অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার এবং বেশ কয়েকজন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযান শেষে উদ্ধার হওয়া মাদকের পরিমাণ, গ্রেফতার ব্যক্তিদের সংখ্যা ও তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া আইনগত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

অপপ্রচার ও গুজব সম্পর্কে পুলিশ কর্মকর্তাদের যে নির্দেশ দিলেন আইজিপি

পুলিশ কর্মকর্তাদের সব ধরনের অপপ্রচার ও গুজব সম্পর্কে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আলী হোসেন ফকির। শনিবার (২৯ আগস্ট) রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটরিয়ামে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত 'ত্রৈমাসিক সম্মেলন' অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশ দেন। আইজিপি বলেন, সব ধরনের অপপ্রচার ও গুজব সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো ঘটনা ঘটার আগেই সে সম্পর্কে আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন, পুলিশ দেশের জন্য, জনগণের কল্যাণে কাজ করছে। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। অতিরিক্ত আইজি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) খোন্দকার রফিকুল ইসলাম এপ্রিল-জুন ২০২৬ কোয়ার্টারে দেশের সার্বিক অপরাধ চিত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় আলোচ্য সময়ে ডাকাতি, দস্যুতা, খুন, ধর্ষণ, পুলিশ আক্রান্ত ও অপহরণ মামলা, মুলতবি গ্রেফতারি পরোয়ানা, তদন্ত ও বিচারের ফলাফল, সাজার হার ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় ডাকাতি মামলা, ধর্ষণ মামলার তদন্ত বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। পুলিশ আক্রান্ত মামলার তদারকি বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মুলতবি মামলা কমিয়ে সাজার হার বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হয়। এছাড়া, নিখোঁজ জিডি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করার জন্য মাঠপর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

মিরাজ শেখকে কোস্টগার্ড তুলে নিয়েছে, তদন্তে স্বাধীন সংস্থা চান নূর খান

বাগেরহাটের মোংলায় নিখোঁজ মিরাজ শেখকে (৩০) কোস্টগার্ডের সদস্যরা তুলে নিয়ে থাকতে পারেন বলে দাবি করেছেন মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন। এ ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিবর্তে স্বাধীন কোনো সংস্থার মাধ্যমে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। শনিবার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে মানবাধিকার সংগঠন 'মায়ের ডাক' আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সম্প্রতি বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার জয়মনি এলাকার বাসিন্দা ও জেলে মিরাজ শেখের নিখোঁজের ঘটনাস্থল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে নূর খান লিটন বলেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য ও কিছু ডিজিটাল প্রমাণ থেকে মিরাজকে কারা নিয়ে গেছে, সে বিষয়ে পথনির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে। এপ্রিলের ১০ তারিখে মিরাজ শেখকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী এবং কিছু ডিজিটাল এভিডেন্স সবকিছু মিলিয়ে স্পষ্ট কিছু পথনির্দেশনা দেয় যে, কারা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। তিনি বলেন, কোস্টগার্ডের কতিপয় সদস্য এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, পুরো বাহিনীর ওপর তো তদন্ত আমরা দাবি করছি না। মিরাজ শেখের পরিবারের অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে ধরে নূর খান লিটন বলেন, কোস্টগার্ডের বিরুদ্ধে পরিবারের অভিযোগ রয়েছে। একইসঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের কাছেও কোস্টগার্ডের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, পুলিশ জিডির তদন্ত করছে। আর কোস্টগার্ডের বিরুদ্ধে হচ্ছে পরিবারের অভিযোগ এবং আমরা যারা ওখানে গিয়েছি, আমাদের কাছে যথেষ্ট সন্দেহ করার কারণ আছে যে, কোস্টগার্ডই তাকে তুলে নিয়েছে। এ ঘটনায় তদন্তের নিরপেক্ষতা

নিয়ে প্রশ্ন তুলে নূর খান লিটন বলেন, কোনো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে একই বাহিনী বা অন্য কোনো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে তদন্ত করা কঠিন। তাই তদন্তের দায়িত্ব স্বাধীন কোনো সত্তার কাছে দেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। তিনি আরও বলেন, মানবাধিকার কমিশনের অধীনে পুলিশের কর্মকর্তাদের দিয়ে তদন্ত করানো যেতে পারে। সেটিও সম্ভব না হলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) মতো একটি ব্যবস্থা অথবা পৃথক স্বাধীন তদন্তকারী সত্তা গড়ে তোলা প্রয়োজন। নূর খান লিটন আরও অভিযোগ করেন, মিরাজ শেখের সন্ধান চাওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণ ও সাক্ষীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তার দাবি, এর ফলে প্রত্যক্ষদর্শীরা ভয়ে কথা বলতে চাইছেন না। তিনি বলেন, প্রশ্ন তোলার কারণে সরকার বিব্রত হচ্ছে, নাকি ঘটনার কারণে বিব্রত হচ্ছে, সেটি ভেবে দেখা প্রয়োজন। মিরাজ শেখকে যদি কোনো অপরাধের অভিযোগে আটক করা হয়ে থাকে, তাহলে তাকে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে হাজির করা হোক। মিরাজ শেখকে উদ্ধারের পাশাপাশি তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানান নূর খান লিটন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। মিরাজ শেখ সুন্দরবনে মাছ ধরার পাশাপাশি ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালান। গত ১০ এপ্রিল কয়েকজন ব্যক্তি তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যান। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ। সাড়ে চার মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

মোংলায় নিখোঁজ মিরাজ শেখের বিষয়ে যা বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাগেরহাটের মোংলায় মিরাজ শেখ নিখোঁজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুমের কাহিনী সাজানোর চেষ্টা হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ঘটনাটি নিয়ে স্বাধীন তদন্ত করানো হয়েছে, তবে তদন্তে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মিরাজ শেখকে ঘিরে মোংলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাকে বিভিন্ন জলদস্যু গ্রুপের পারস্পরিক বিরোধের ফল হতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। শনিবার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত 'মায়ের ডাক' কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী ও প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মিরাজ শেখের লোকজন নদীর তীরে একটি পন্টুন স্থাপন করেছিল। ওই পন্টুন ব্যবহার করে জলদস্যুদের জন্য সমুদ্র থেকে রসদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হতো বলে অভিযোগ রয়েছে। কোস্ট গার্ড পন্টুনটি সরিয়ে দেওয়ার পর এ নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়। তিনি বলেন, ওই ঘটনার জেরে এক পর্যায়ে কোস্ট গার্ডের কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এ সময় কম্পিউটার ভাঙচুর এবং কয়েকজনকে আহত করার অভিযোগও ওঠে। এ ঘটনায় কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পন্টুন অপসারণকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের পাশাপাশি মিরাজ শেখকে কোস্ট গার্ড নিয়ে গেছে এমন অভিযোগও সামনে আনা হয়। তবে বিষয়টি জলদস্যুদের পরস্পরবিরোধী গ্রুপগুলোর সংঘাতের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। মিরাজ শেখ ও তার পরিবারের অতীত কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, মিরাজ শেখ ও তার বাবার রেকর্ডও একই ধরনের ছিল। তার বিরোধী গ্রুপের ক্ষেত্রেও একই ধরনের তথ্য রয়েছে। তবে এসবের পরও ঘটনাটি নিয়ে স্বাধীন তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, অন্য একটি বাহিনীকে দিয়ে তদন্ত করানো হলেও সেখান থেকে কোনো ফাইন্ডিংস পাওয়া যায়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, এখানে তো কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। মিরাজ শেখের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে কেউ গুমের কাহিনী তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। একইসঙ্গে সরকারের অবস্থানকে স্বচ্ছ দাবি করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'উই আর ট্রান্সপারেন্ট'। এরপরও কেউ স্বাধীন তদন্ত চাইলে সরকার তাতে প্রস্তুত বলেও উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, আপনারা কোনো স্বাধীন তদন্ত করতে চান, উই আর রেডি। আমরা স্বাধীন তদন্ত করবো।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

গুমের প্রতিটি ঘটনা তদন্ত করে বিচার শুরু করেছে সরকার : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী গুমকে মানবাধিকারের চরম লজ্ঞন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বর্তমান সরকার গুমের প্রতিটি ঘটনা তদন্ত করে বিচার কার্যক্রম শুরু করেছে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে গুমের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধে পৃথক আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা হচ্ছে। আগামীকাল ৩০ আগস্ট 'আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষ্যে আজ দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী ওই বাণীতে বলেন, "আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল গুম হওয়া ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জানাই।" তিনি বলেন, বিশ্বের নিকৃষ্টতম অপরাধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধ হচ্ছে- গুম বা এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স। এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং মানবাধিকারের চরমতম লজ্ঞন। বিশেষ করে বিশ্বের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের অমানবিক ঘটনা ঘটে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অনেক সময় সরকারবিরোধী আন্দোলন বা ভিন্নমতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এ ধরনের নির্দয়, নির্মম ও নিষ্ঠুর পথ বেছে নেয়। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের পতিত, পরাজিত ও পলাতক ফ্যাসিস্ট সরকার

দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার দমন করার জন্য গুম-অপহরণের অমানবিক পথ বেছে নিয়েছিল। গুম-অপহরণের শিকার ব্যক্তিদের মাসের পর মাস কিংবা বছরের পর বছর ধরে আটক রাখার জন্য তৈরি করেছিল গোপন বন্দিশালা। পলাতক ফ্যাসিস্ট আমলের এসব গোপন বন্দিখানা জনপরিসরে 'আয়নাঘর' নামে পরিচিতি পেয়েছিল।" দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংস্থাগুলোর হিসাব উদ্বৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করে বিতাড়িত ফ্যাসিস্ট সরকার বিভিন্ন সময়ে কমপক্ষে ৭ শতাধিক মানুষকে গুম করেছে। এটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক। বর্তমান সরকার প্রতিটি গুমের ঘটনা তদন্ত করে বিচার কার্যক্রম শুরু করেছে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে 'গুম বা এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স' বন্ধ করতে পৃথক আইনি কাঠামো প্রণয়ন করছে। ইতোমধ্যেই জাতীয় সংসদে 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিল, ২০২৬' উত্থাপিত হয়েছে। একইসঙ্গে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল, ২০২৬'-ও জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। সরকার আশা করে, উত্থাপিত বিলগুলো যথানিয়মে আইনে পরিণত হলে ভবিষ্যতে আর কেউ গুম কিংবা অপহরণের মতো মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধের পথ বেছে নেবে না। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

ঢাকার যানজট নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর সাত নির্দেশনা

ঢাকা শহরের যানজট নিরসন, ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সাতটি নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তাঁর তেজগাঁও কার্যালয়ে এক বৈঠকে তিনি এসব নির্দেশনা দেন। বৈঠকে ঢাকা মহানগরীর চলমান যানজট পরিস্থিতি, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ফ্লাইওভারে যানবাহনের চাপ, গণপরিবহণ ব্যবস্থাপনা, বাস টার্মিনাল পুনর্বিন্যাস, পার্কিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব শাহাদাৎ স্বাধীন এ কথা জানান। তিনি বলেন, বৈঠকে এক্সপ্রেসওয়ে ও ফ্লাইওভারের টোল প্লাজাগুলোতে ইটিসি সিস্টেম চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে টোল আদায় ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, দ্রুত ও প্রযুক্তিনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে একটি অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আগামী চার মাসের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারের আশপাশে দীর্ঘদিনের যানজট নিরসনের বিষয়েও বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট কর্তৃক পূর্বে প্রস্তুত করা বিদ্যমান প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে যানজট নিরসনে করণীয় নির্ধারণের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়ে বুয়েটকে বিদ্যমান প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সিটি করপোরেশন ও ট্রাফিক পুলিশের সমন্বয়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে ঢাকার গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও সুশৃঙ্খল করতে ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল সরিয়ে কেরানীগঞ্জে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আরও সিদ্ধান্ত হয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এই বাস টার্মিনালটি স্থানান্তর করা হলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় অংশে বাস ও আন্তঃজেলা যানবাহনের চাপ কমানোর পাশাপাশি যানজট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে বৈঠকে আলোচনা হয়। স্থায়ী বাস টার্মিনাল নির্মাণ যেহেতু দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, তাই আগামী চার মাসের মধ্যে ঝিলমিল প্রকল্পের ১৫ একর জমিতে একটি অস্থায়ী বাস টার্মিনাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

লরির ধাক্কায় প্রাণ গেল দুই বন্ধুর

মিরসরাইয়ে লরির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ১০টায় মিরসরাইয়ের জাতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল এলাকায় বড়কাতিয়া বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার মঘাদিয়া ইউনিয়নের মিয়াপাড়া গ্রামের মৃত আমিনুল ইসলামের ছেলে তালাত মাহমুদ শুভ (১৯) ও একই ইউনিয়নের ফকিরপাড়া গ্রামের প্রবাসী শেখ ফরিদের ছেলে আব্দুল্লাহ আল ওমর (১৯)। নিহত তালাত মাহমুদ শুভ নতুন মোটরসাইকেল কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। জানা যায়, শুক্রবার রাতে বারইয়ারহাট বাজার থেকে নতুন মোটরসাইকেল কিনে বাড়ি ফিরছিলেন দুই বন্ধু শুভ ও ওমর। রাত ১০টার দিকে বড়তাকিয়া বাজার এলাকার মিরসরাই জাতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল গেটে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে শুভ মারা যান এবং আহত অবস্থায় ওমরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। তারা দুইজনই আবুতোরাব বাজারের একটি ল্যাবে চাকরি করতেন। নিহত শুভর ভাই ইমাম হোসেন জানান, শুভ ও ওমর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। শুক্রবার নতুন মোটরসাইকেল কিনতে দুইজন বারইয়ারহাট যায়। বারইয়ারহাট থেকে মোটরসাইকেল কিনে আসার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দুইজনেরেই মৃত্যু হয়। মিরসরাই থানার ওসি ফরিদা ইয়াছমিন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। দুর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতদের মরদেহ তাদের স্বজনদের কাছে দেওয়া হবে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৯.০৮.২০২৬ এলিনা)

একে একে তলিয়ে গেল ৫ শিশু, পাশাপাশি কবরে দাফন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার দেবীনগর ইউনিয়নে পদ্মা নদীর শাখা 'মরা নদীতে' গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে একই এলাকার পাঁচ শিশুর করুণ মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পর সন্ধ্যায়

জানাজা শেষে চর চাকলা গোরস্থানে শিশুদের মরদেহ পাশাপাশি কবরে দাফন করা হয়েছে। নিহত শিশুদের বয়স আট থেকে ১২ বছরের মধ্যে। তারা সবাই একই পাড়ার বাসিন্দা এবং সম্পর্কে একে অপরের আত্মীয়। একইসঙ্গে পরিবারের পাঁচ শিশুর এমন মৃত্যুতে পুরো এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে সদর উপজেলার দেবীনগর ইউনিয়নের চর চাকলা গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মার শাখা নদী 'মরা নদীতে' গোসল করতে নামে ওই পাঁচ শিশু। পানিতে নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা একে একে তলিয়ে যেতে থাকে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শিশুদের কেউ-ই সাঁতার জানত না। ঘটনার সময় স্থানীয় এক নারী শিশুদের পানিতে হাবুডুবু খেতে দেখে চিৎকার করে আশপাশের মানুষকে ডেকে আনেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে নেমে উদ্ধার তৎপরতা চালান এবং পানির নিচ থেকে পাঁচজনকেই নিথর অবস্থায় উদ্ধার করেন। জাতীয় জরুরি সেবা '৯৯৯'-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানা-পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একরামুল হোসেন জানান, দুপুর ১টার দিকে শিশুরা নদীতে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করার আগেই তাদের মৃত্যু হয়। শিশুগুলো পরস্পর আত্মীয় ও একই পাড়ার বাসিন্দা। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনার পর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মারুফ আফজাল রাজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ইউএনও জানান, শোকাহত পরিবারের সদস্যদের তাৎক্ষণিকভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং দাফন-কাফনের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য আরও সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি। দেবীনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমান জানান, প্রাণ হারানো শিশুদের স্বজনদের আকুতি ও স্থানীয়দের সম্মতিতে একই গোরস্থানে পাশাপাশি পাঁচটি কবর খোঁড়া হয়। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে জানাজা শেষে তাদের দাফন সম্পন্ন হয়।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৯.০৮.২০২৬ এলিনা)

দেশে আর গুম, খুন, অত্যাচার নামে কোনো শব্দ থাকবে না : মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আজম খান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই- যেখানে গুম, অত্যাচার ও নির্যাতন থাকবে না। আজ শনিবার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ভেন্যু পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার গুম, খুন, অত্যাচার ও নির্যাতনমুক্ত দেশ গড়তে কাজ করছে। দেশে আর গুম, অত্যাচার ও নির্যাতন নামে কোনো শব্দ থাকবে না। বিএনপি দীর্ঘ ১৮ বছর গুম, খুন ও নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চায়। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজেও গুম ও খুনের বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। তিনি নিজে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং তার ছোটো ভাই আরাফাত রহমান কোকো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু গণতন্ত্র ও দেশের প্রশ্নে তিনি কখনও আপস করেননি। আগামীকাল সারাদেশে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস পালন করা জানিয়ে তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে আমাদেরকে এ দিবস পালন করতে দেওয়া হয়নি। এখন সুস্থ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে দেশপ্রেমিক সরকারের উদ্যোগে আমরা দিবসটি সফলভাবে পালন করব বলে আশা করছি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

ভারত চলবে ভারতের মতো, বাংলাদেশ বাংলাদেশের মতো : আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশ যুক্ত হবে কিনা- এ বিষয়ে সবকিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। তিনি বলেন, ভারত তাদের পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী কাজ করবে, আমরা আমাদের নীতি অনুযায়ী কাজ করবে। ভারত চলবে ভারতের মতো, বাংলাদেশ চলবে বাংলাদেশের মতো। শনিবার বেলা ১১টায় ঝিনাইদহ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান প্রধান অতিথি ছিলেন। জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর সহকারী রাশেদ খান উপস্থিত ছিলেন। সারা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরকার সন্তুষ্ট কিনা সেটি বিষয় না, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সময় তিনি ই-জুডিশিয়ারি নিয়ে সরকার ও আইন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। আগামী এক বছরের মধ্যে এটি বাস্তবায়নে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন আইনমন্ত্রী। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

আগামী গ্রীষ্মে দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি কমে যাবে : জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

আগামী গ্রীষ্মে দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি অনেকটা কমে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। শনিবার যশোর পিটিআই অডিটোরিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মানসম্মত ও নৈতিক শিক্ষার উন্নয়ন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, "সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে

উদ্যোক্তাদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে সরকার। ফলে আগামী গ্রীষ্মের আগেই ন্যূনতম তিন হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে দেশ।" জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সৌদি আরব তো তেলের ওপর ভাসছে। সেখানে কেন তেলের দাম বাড়লো? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন তেল-গ্যাসের দাম বাড়লো? বিশ্ববাজারে দাম বাড়ছে। সেখানে আমাদের মতো একটি দেশে সরকার কতদিন সমন্বয় না করে থাকবে?" অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, "তারপরও সরকার জনগণের কথা ভেবে সমন্বয় করছে। এজন্য নিজেদের মধ্যে পরিমিতিবোধ তৈরি করার পাশাপাশি বাচ্চাদেরও পরিমিত ব্যবহার শেখাতে হবে।" শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "প্রাথমিক পর্যায় থেকেই নৈতিক শিক্ষার ভিত গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা ও মানসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় করতে হবে। অর্থের অভাবে কোনো শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ হবে না।" সরকারের পক্ষ থেকে তার দায়িত্ব নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

গুমের ঘটনায় কাউকে আর সমস্যায় পড়তে হবে না : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিভিন্ন সময়ে যারা গুম করেছে, বিচারের পর তারা ক্ষতিপূরণ দিতে না পারলে রাষ্ট্র সে ক্ষতিপূরণ দেবে। আর এখন ভুক্তভোগীরাই সরাসরি আদালতে যেতে পারবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। শনিবার জাতীয় জাদুঘরে 'মায়ের ডাক' আয়োজিত গুমচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন শেষে এ কথা জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, "গুমের ঘটনায় কাউকে আর সমস্যায় পড়তে হবে না।" সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "উত্তরাধিকার সূত্রে একটি অগোছালো ও ভঙ্গুর বাহিনী পেয়েছে সরকার। সেগুলোকে আধুনিক ও উন্নত করার কাজ চলছে।" সাইবার অপরাধ দিন দিন বড়ো আকার ধারণ করছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, "সাইবার ইন্টেলিজেন্স সক্ষমতা সম্পন্ন একটি এলিট ফোর্স গঠনের পরিকল্পনা চলছে।" মংলায় মিরাজ নিখোঁজের ঘটনাটি নিয়েও স্বাধীন তদন্ত হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই।" এ সময় নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করে গুমের সঙ্গে জড়িত সব বাহিনী ও ব্যক্তিকে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান মানবাধিকারকর্মী, আইনজীবী ও ভুক্তভোগীরা। এর আগে, প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

রাজধানীর কারওয়ান বাজারের কিচেন মার্কেট যাবে গাবতলীতে

রাজধানীর কারওয়ান বাজারের কিচেন মার্কেট সরিয়ে গাবতলীতে নেওয়া হবে। যানজট কমাতে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। শনিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে ঢাকা শহরের যানজট নিরসন, ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং পরিবহণ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে ঢাকা মহানগরীর চলমান যানজট পরিস্থিতি, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ফ্লাইওভারে যানবাহনের চাপ, গণপরিবহণ ব্যবস্থাপনা, বাস টার্মিনাল পুনর্বিন্যাস, পার্কিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে এক্সপ্রেসওয়ে ও ফ্লাইওভারের টোল প্লাজাগুলোতে ইটিসি সিস্টেম চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে টোল আদায় ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, দ্রুত ও প্রযুক্তিনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে একটি অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আগামী চার মাসের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুস সালাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

বিএনপি আত্মসমর্পণ করার দল নয় : সমাজ কল্যাণমন্ত্রী

বিএনপিকে ধাক্কা দিলেই চলে যাবে- এমনটা ভাবার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন সমাজ কল্যাণমন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, অতীতে যারা বিএনপিকে ছোটো করে দেখেছিলেন এবং দলটিকে কয়েক দিনও ক্ষমতায় থাকতে দেবেন না বলে হুমকি দিয়েছিলেন, তারাই আজ বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। শনিবার বেলা ১১টায় দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার খট্টামাধবপাড়া ইউনিয়নের পাউশগাড়া স্কুল মাঠে ইউনিয়ন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, "যারা এখনো দুঃস্বপ্ন দেখছেন যে, কাল-পরশু বিএনপিকে একটু নাড়া দিলেই বা ইচ্ছা করলেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে, তাদের বলি- বিএনপির শেকড় জনগণের মাঝে। বিএনপি কখনও দেশ ছেড়ে যায়নি। বিএনপি আত্মসমর্পণ করার দল নয়। তিনি বলেন, শহিদ জিয়াউর রহমান ও মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া জীবনে আত্মসমর্পণ করেননি, আপস করেননি এবং জনগণকে একা ফেলে পালিয়েও যাননি। বিএনপি জনগণের দল। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দলের নাম বিএনপি। বিএনপিকে ভয় দেখানো বা চোখ রাঙানোর চেষ্টা না করার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলুন। জনগণের কাছে আসুন। জনগণ যাদের দায়িত্ব দেবে, তারাই দায়িত্ব পালন করবে। তিনি বলেন, দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ দেশ পরিচালনার জন্য তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপিকে দায়িত্ব দিয়েছে। অপেক্ষা করুন, জনগণের কাছে যান। জনগণই আবার যাকে রায় দেবে, তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে দেশ

পরিচালনার চেষ্টা করবে। অহেতুক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে জনদুর্ভোগ না বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণ সজাগ রয়েছে। জনদুর্ভোগের প্রতিরোধ কীভাবে করতে হয়, জনগণ তা জানে। বিএনপি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যে-কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

প্রত্যেক গুমের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে : চিফ প্রসিকিউটর

প্রত্যেক গুমের ঘটনার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। আগামীকাল ৩০ আগস্ট 'আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস' সামনে রেখে আজ চিফ প্রসিকিউটর এ কথা বলেন। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, বিগত ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনেক মানুষ গুম-খুনের শিকার হয়েছে। যারা গুমের শিকার এবং যারা এখন পর্যন্ত তাদের পরিবারের সদস্যদের সন্ধান পাননি, সেসব পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, "আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, প্রত্যেকটি গুমের ঘটনার ন্যায়বিচার আমরা নিশ্চিত করবো। গুমের মতো অপরাধের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদেরকে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ গুমের শিকার না হন। গুমের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, আমরা তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করবো।" চিফ প্রসিকিউটর আরো বলেন, সমাজের যত বড়ো ব্যক্তি হোক কাউকেই কোনোভাবে ছাড় দেওয়া হবে না। গুমের অভিযোগে যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে, তাদেরকেই বিচারের সম্মুখীন করবো। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

ব্যাগ ধরে টান ছিনতাইকারীর, রিকশা থেকে পড়ে প্রধান শিক্ষকের মৃত্যু

রাজধানীর জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে ছিনতাইকারী ব্যাগ ধরে টান দেওয়ায় রিকশা থেকে পড়ে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারা গেছেন। শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার সামনে দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম রনজিনা পারভীন। তিনি বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ি বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পুলিশ জানায়, রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসক দেখাতে শুক্রবার রাতে বগুড়া থেকে ঢাকায় আসেন রনজিনা পারভীন ও তার স্বামী। শনিবার ভোরে গাবতলী বাস টার্মিনালে নেমে রিকশায় করে ওই হাসপাতালে যাচ্ছিলেন তারা। পথে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার সামনে পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেলে আসা ছিনতাইকারীরা রিকশার পেছন থেকে রনজিনা পারভীনের ব্যাগ ধরে টান দেয়। এ সময় রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। পরে তাকে উদ্ধার করে শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শের-ই-বাংলা নগর থানার ওসি মনিরুল ইসলাম জানান, ছিনতাইকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান চলছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

চীন বাংলাদেশের মেলবন্ধন আরও শক্তিশালী করবে শিক্ষাগত বিনিময় : মাহদী আমিন

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে জনযোগাযোগ আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে এডুকেশন এক্সচেঞ্জ বা শিক্ষাগত বিনিময়কে প্রধান মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা মাহদী আমিন। তিনি বলেছেন, দুই দেশের মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন বাড়াতে হবে, আর এর সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম হতে পারে শিক্ষা বিনিময়। বুধবার স্থানীয় সময় বিকেলে চীনের কুয়াংচৌয়ের সাউথ চায়না নর্মাল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত 'চীন-বাংলাদেশ এডুকেশন এক্সচেঞ্জ সম্মেলনে' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র হিসেবে বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন। চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা, একাডেমিক বিনিময় এবং দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাগত অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিতে উভয় পক্ষের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রকাশের মধ্যদিয়ে এই সম্মেলন শেষ হয়। সম্মেলনে মাহদী আমিন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে কারিগরি শিক্ষা, গবেষণা সহযোগিতা এবং চীনা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একাডেমিক যোগাযোগ জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সহায়তায় বাংলাদেশে 'চীনা ভাষা কেন্দ্র' গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন, যা যোগ্য শিক্ষক, সুসংগঠিত কোর্স ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি তিনি চীনা সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। বাংলাদেশি প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. দাউদ মিয়া। অনুষ্ঠানে আরও বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী গ্রহণের ইচ্ছার কথা পুনর্ব্যক্ত করে কুয়াংতোং প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের প্রাদেশিক প্রধান পরিদর্শক চু শিমিন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে কুয়াংতোং প্রদেশের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাউথ চায়না নরম্যাল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ইয়াং চেংওয়েই, সাউথ চায়না ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির বোর্ডের ডেপুটি চেয়ার পান চুন। এর আগে, সকালে চীন-বাংলাদেশ শিক্ষা সহযোগিতা বিষয়ক এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মূলত চীনে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা, যৌথ গবেষণা এবং কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন—এই চারটি প্রধান বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

BBC

HARDEST-HIT AREAS TURNED INTO 'SWAMPLAND' AS NEPAL ON HIGH ALERT FOR MORE FLOODS: FOREIGN MINISTER

Nepal's Foreign Minister Shisir Khanal says the country's "immediate priority" is to locate the missing and provide urgent relief. Speaking at a press briefing he says 4,451 people have been rescued, including 187 foreign nationals. He also references the latest death toll and missing figures, which we reported earlier. Khanal then appeals to the public to rely on "official verified information". On the operation to locate survivors, he says search and rescue teams, medical teams and emergency responders are working together in the affected areas. Authorities are co-ordinating with families to identify the missing, with diplomats facilitating communications with the families of missing foreign nationals, he adds. As concerns about possible secondary flooding continue, Khanal says the risk is being monitored and that the region is on "high alert". (BBC News Web Page: 29/08/26, FARUK)

NEPAL TOURIST BOARD SAYS 184 RESCUED - INCLUDING 114 INDIAN NATIONALS

The Nepal Tourism Board has confirmed that 184 foreign nationals have been rescued so far following the flash floods. It says it is also in communication with one person from Belgium and two people from Spain. In its latest update at 13:30 local time it said a further 420 tourists are still unaccounted for. The tourist board also provided a breakdown of how many people have been rescued from each country: * Bulgaria -1, * China -27, * Germany -4, * India -114, *Italy-3, * Malta-4, * Oman-1, * Portugal -1, * Russia -2, * South Korea -20, * Switzerland -2, * Turkey -2, * US-3. (BBC News Web Page: 29/08/26, FARUK)

SCALE OF DEVASTATION IN NEPAL-TIBET FLASH FLOOD CONTINUES TO EMERGE

The rescue operation is in its fourth day after a deadly flash flood hit the Nepal-Tibet border on Wednesday. The death toll in Nepal has jumped again on Saturday to 626, according to the country's disaster management authority, with 2,426 reported missing - a significant jump from yesterday's figure of 1,924. In Tibet, the official death toll is seven, with 554 reported to be missing, according to Chinese state media. Getting information from Tibet can be difficult but China has now released some footage, with one rescuer describing a "scene of ruins". In Nepal, at least 517 foreign nationals are reported missing, with pilgrims and trekkers among those caught up in the disaster. One man in south London who hasn't heard from his parents says: "We're just hoping and really praying that everything's ok." BBC's reporter on the ground says rain has complicated rescue efforts, making it difficult to reach the worst-affected areas. There are also fears a lake formed of floodwater could cause secondary landslides. (BBC News Web Page: 29/08/26, FARUK)

BILLIONS NEEDED TO REBUILD AFTER FLOOD DEVASTATION: NEPAL'S FINANCE MINISTER

Nepal's finance minister has estimated the country will need between $4 billion and $5bn to rebuild the country after the devastating flood. "This is just an estimate. Loss and damage is being assessed," Swarnim Wagle tells Reuters news agency. As well as wiping away homes, the flood has destroyed key infrastructure like roads and bridges. Hydropower plants have also been hit, with these satellite images appearing to show an industrial site reduced to virtually nothing. (BBC News Web Page: 29/08/26, FARUK)

BROKEN CONNECTIVITY AND WASHED-OUT ROADS COMPLICATING AID EFFORTS: CHARITY

A charity says broken connectivity, washed-out roads and destroyed bridges have left the worst affected communities following the flooding "extremely difficult" to reach. CARE says hundreds of emergency kits are ready to go, containing items like solar panels for charging electronics, tarpaulins and water purification supplies. It says more than 100 packages have been handed over to local authorities in Nepal for distribution. The Nepal Army is moving these supplies to Dhunche, an area which has been devastated by the floods, the charity says. (BBC News Web Page: 29/08/26, FARUK)

AT LEAST 37 DEAD AND HUNDREDS EVACUATED AFTER STRIKE ON KYIV WAREHOUSE

Thirty-seven people have been killed and almost 400 evacuated after a Russian drone strike triggered explosions at a warehouse in the Kyiv region late on Friday. President Volodymyr Zelensky said the blast damaged residential buildings and a care home in the surrounding

area as prosecutors opened an investigation into the "legality of the placement and storage of explosive objects" on site. Zelensky wrote on X: "Ammunition must not be stored near houses or other residential buildings. Appropriate conclusions will certainly be drawn." Four children are among 42 people injured, according to regional head Tymur Tkachenko, with a rescue operation ongoing at the site in the Bucha district on Saturday. He said more than 300 emergency service personnel had been deployed to the village of Myla, where "a care home for elderly people and people with disabilities" was among the properties damaged. (BBC News Web Page: 29/08/26, FARUK)

TRUMP HAILS HISTORIC DEAL FOR US TO CONTROL 65BN BARRELS OF VENEZUELA'S OIL

The US has reached a deal with Venezuela to control more than 65 billion barrels of its proven oil reserves, President Donald Trump announced. "This Historic Transaction MORE THAN DOUBLES American Oil Reserves, greatly increases our Oil Supply, and will substantially lower Gas Prices for all Americans," Trump posted on social media. Venezuela's interim President, Delcy Rodriguez, hailed the agreement as one that would help her nation's economic revival. Trump vowed to tap Venezuela's reserves, the world's largest, after the US captured its then-President Nicolas Maduro this year. More recently, Trump has been under pressure to tame domestic petrol prices, which spiked amid the Iran conflict. Secretary of State Marco Rubio called the oil deal "a huge win for both the American and Venezuelan people". Few details were released. For the Venezuelan people, this deal will bring nearly $100 billion in private investment, support thousands of high-paying jobs, and drive the reconstruction of Venezuela's economy," Rubio said on social media.
(BBC News Web Page: 29/08/26, FARUK)

RUSSIA RAMPS UP RHETORIC BUT WANTS TO AVOID WAR WITH NATO: WESTERN OFFICIALS

Russian President Vladimir Putin wants to avoid a direct military confrontation with Nato, despite increasingly hostile rhetoric aimed at the UK and other allies over their support for Ukraine, Western officials believe. Some reports have suggested the visit by CIA chief John Radcliffe to Moscow this week was, in part, to warn Russia against a possible attack on a member of the Euro-Atlantic military alliance. But the Western officials, who asked not to be named, said recent warnings from Moscow, including that UK forces could be targeted in future or that its weapons factories could be hit, were "nothing new". They were, they suggested, consistent with Russia's military doctrine to apply pressure on the West.
(BBC News Web Page: 29/08/26, FARUK)

CLOSE RACE AS ICELAND VOTES ON WHETHER TO RESTART TALKS ON JOINING EU

Icelanders are voting in a referendum to decide whether to resume talks on joining the European Union, 13 years after they were broken off. In an indication of how tight the result is expected to be, the latest opinion poll put the No campaign in the lead with 51.6%. An earlier poll head put the Yes campaign ahead. Prime Minister Kristrun Frostadottir's centre-left government had already intended to hold a referendum, but turbulent international affairs prompted her to bring it forward. But the debate was fought less over Nato member Iceland's security concerns than over its vital fishing industry and sovereignty. Voting is due to go on from 09:00 to 22:00 GMT on Saturday and the result is expected in the early hours of Sunday. Iceland has a population of under 4,00,000. More than one in five voters had already cast their ballots in early voting before Saturday, according to Iceland's public broadcaster RUV. (BBC News Web Page: 29/08/26, FARUK)

ZIMBABWE MINIBUS CARRYING CHURCH MEMBERS CRASHES, KILLING AT LEAST 27

At least 27 people have been killed after a minibus carrying members of a church collided head-on with a haulage truck in central Zimbabwe, police say. The crash happened at about 18:30 GMT on Friday near Chivhu, about 140km south of the capital, Harare, police spokesperson Paul Nyathi said on Saturday. The truck was trying to overtake another vehicle when it crashed with the minibus taxi, which was carrying members of a popular African Christian denomination who were travelling for a conference, he said. State-run broadcaster ZBC News, quoting a provincial government minister, said 23 people died at the scene, while others succumbed to their injuries after being admitted to a local hospital.

(BBC News Web Page: 29/08/26, FARUK)

:: THE END ::